BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

[পারিতোষিক-পুস্তক।]

সুশীলার উপাখ্যান

প্রথম ভাগ

(বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ)

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

অষ্টম সংস্করণ।

কলিকাতা

নং ৪২ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

রায় যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৫।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়, যদি বালিকাগণ ইহা পাঠকরণে আগ্রহ প্রকাশ করে, যদি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয় মহাশয়গণ আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগের নিমিত্ত এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয়ভাগ, এবং বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান তৃতীয় ভাগ লিখিয়া, কিরূপে সুশীলা আপন সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষা বিধান করিয়াছিল, কিরূপে তদ্দ্বারা প্রতিবাসি স্ত্রীলোকদিগের উপকার হইয়াছিল, এবং কিরূপে সে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, ঈশ্বর এবং মানবজাতির সমীপে যশস্বিনী হইয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিজয় নগর এবং তৎসংক্রান্ত জমিদার মহাশয়ের বিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়াছি, সুশীলার উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠকালে মধ্যে মধ্যে সে সকল বিষয়েরই প্রসঙ্গ আবশ্যক হইবে। এক্ষণে উপদেশক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় পাঠ করাইবার সময়ে যদি তাঁহারা বালিকাগণের পক্ষে তাহা সুকঠিন এবং নীরস বোধ করেন, তবে ঐ অধ্যায় প্রথমে না পড়াইয়া গল্পচ্ছলে কেবল তাহার মর্ম্মবোধমাত্র করাইয়া দিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়

অধ্যায় পাঠ হইলে পর, অবশেষে প্রথম অধ্যায় পড়াই-বেন।* আশ্বিন, ১২৬৬ সাল।

সুশীলার উপাখ্যান প্রথম ভাগ পঞ্চম বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। প্রথম চারি বারে সর্ব্বশুদ্ধ ছয় সহস্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয়। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ স্ত্রী-বিদ্যার উপযোগী পুস্তক বলিয়া তাহার সকলই গ্রহণ করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি অনুবাদক সমাজ যখন স্কুলবুক সোসাইটীর সহিত সংযোজিত হয়, তখন অধ্যক্ষগণ আমার পূর্ব্ব পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের স্বামিত্ব আমাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনুবাদক সমাজের নিয়ম ছিল, কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে যে ব্যয় হইবে সমাজ কেবল তাহাই গ্রহণ করিতেন, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না। আমার নিজ সম্পত্তি বিষয়ে সে নিয়মের অনুগামী হওয়া অতীব দুঃসাধ্য, একারণ প্রথম ভাগের পূর্ব্ব মূল্য যে ৶০ তিন আনা ছিল তাহা ।৵০ আনা করিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই তাঁহারা যেন ইহাতে অসন্তুষ্ট না হন। আশ্বিন, ১২৭৪ সাল।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, সুশীলার প্রথম ভাগ প্রচার হইলে পর আমাদিগের দেশহিতৈষী অনুবাদক সমাজ আমাকে ১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। আর পুস্তক-পাঠে এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহোদয় মহাশয়গণ এবং কোন কোন বিদ্যাবতী ধনবতী কুলবধূও সাতিশয় প্রীতা হইয়া আমাকে দশ অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা পর্য্যন্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।

সুশীলার উপাখ্যান।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

বিজয় নগরের বৃত্তান্ত।

ধর্ম্মপুর জিলার অন্তঃপাতি বিজয় নগর নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল; উহাতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সদ্বংশজ ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন, সেই গ্রাম তাঁহারই জমিদারীসংক্রান্ত ছিল। জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতার এক প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা কৃতবিদ্য এবং সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ-রূপে সর্ব্বত্র মান্য গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি আপনার পৈতৃক বিপুল অর্থ দ্বারা কলিকাতা নগর মধ্যে বাণিজ্য-কর্ম্ম করিতেন, তাহাতে ন্যায্যরূপে যে বহুল অর্থ লাভ হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার সংসার ভরণপোষণ হইয়াও অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। সুতরাং জমিদারীর উপস্বত্ব বা লাভ দ্বারা যে ধন-সঞ্চয় করিব এমন বাসনা তাঁহার এক দিনের জন্যেও হয় নাই। জয়চন্দ্র বাবু কেবল ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নিজ গ্রামের তালুকদার ছিলেন, বিজয় নগর তালুক হইতে প্রতিবৎসর যে টাকা উপস্বত্বরূপে উৎপন্ন হইত, তিনি তাহা বর্ষে বর্ষে প্রজা-দিগের সুখ-সংবর্দ্ধনার্থ ব্যয় করিতেন। ইহাতে প্রজারা

তাঁহার এমনি বশীভূত হইয়াছিল, যে তাঁহার অনভিমতে তাহারা কোন কর্ম্মই করিত না, সকলেই তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, কি সম্পদ কি বিপদ সকল সময়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত।

ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু বিজয় নগরের [illegible]কে যে ভেড়ীবন্ধ অর্থাৎ বাঁধ বাঁধাইয়াছিলেন [illegible] ভেড়ী অন্যান্য গ্রামের ভেড়ীর ন্যায় সামান্য [illegible] ছিল না। তাহা উর্দ্ধে দশ হাত এবং প্রস্থে আট হাত [illegible] লোক সকল ঐ মৃত্তিকা-রাশির উপরিভাগে অ[illegible] গমনাগমন করিতে পারিবে, এজন্য ঐ জমি[illegible] মহাশয় তদুপরি একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া [illegible]ছলেন। সেই পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি অশ্বত্থ এ[illegible] বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল, তাহাতে পথিকে[illegible] ঐ পথ দিয়া গমন করিলে, তাহাদিগকে রৌদ্র [illegible]ত না, বৃক্ষগণের শাখা-প্রশাখাদির সুশীতল ছায়া [illegible] গ্রীষ্ম কালের অসহ্য সূর্য্যের তাপ নিবারণ হইত। বিজয় নগরে একটীও বারানত ছিল না, না থাকুক, [illegible] বৃক্ষে আবৃত দীর্ঘ [illegible] বারাসত স্বরূপ হওয়াতে, দূরদেশবাসী লোকেরা পথশ্রান্তি-দূরকরণার্থ মধ্যাহ্নকালে বটবিটপ-চ্ছায়াতে শয়ন করিয়া আপনাদিগের শ্রান্তি দূর করিত। আহা! সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে বিজয়নগরীয় ভদ্রলোকেরা সুশীতল-বায়ু-সেবনার্থ কেহ অশ্বারোহণে কেহ বা পদব্রজে গমনাগমন করিতেন, আর তন্নিকটবর্ত্তী ধান্য এবং শস্য-ক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতেন, আর বৃক্ষবাসী

পক্ষিগণের সুমধুর কিচমিচ ধ্বনি শ্রবণ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের যে কতই আনন্দোদ্ভব হইত তাহা বর্ণনা করাই অসাধ্য।

পূর্ব্বকালে এক মহাত্মা ব্যক্তি লোকদিগের জলকষ্ট দূরকরণার্থ ঐ গ্রামে দুইটী প্রশস্ত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু লোক সকল তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার এবং সময়ে পরিষ্কার না করাতে পুষ্করিণী দুটী একপ্রকার অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। জমিদার মহাশয় ধনবন্ত প্রজাদিগের নিকট চাঁদা তুলিয়া এবং নিজধন হইতেও অনেক সাহায্য করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সরোবর দুটীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন; আর তাহার চতুষ্পার্শ্বে আম্র কাঁটাল নারিকেল প্রভৃতি উত্তমোত্তম ফলের বাগান করিয়াছিলেন; প্রতি বৎসর ফল বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় হইত, তাহাতে মালীর মাহিয়ানা নির্ব্বাহিত হইয়া সময়ে সময়ে উহার পুনঃসংস্কার ও শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যাইত। ঐ সুপরিষ্কৃত পুষ্করিণীদ্বয়ের একটীতে সাধারণ প্রজাবর্গ স্নানাদি করিত, আর তৈলাক্ত শরীরের মলিনতা দ্বারা পাছে আর একটী সরোবরের জল দূষিত হয়, এজন্য তাহাতে তাহারা স্নান করিতে পাইত না, কেবল রন্ধন এবং পানার্থ তাহার জল ব্যবহার করিত।

গ্রামের প্রান্ত ভাগে মাঠের ধারে জমিদারী কাছারিঘর ছিল; জয়চন্দ্র বাবু তাহার সম্মুখভাগে নিজ ব্যয়ে একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কোন

ব্যক্তির ঐ পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে নিষেধ ছিল না; যে যখন ইচ্ছা করিত সে তখন ঐ পুষ্পোদ্যানে আসিয়া পুষ্প সকলের মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ এবং প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে পারিত। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব এবং পথ ঘাটের দুর্গন্ধ নানা ব্যামোহের মূল, ইহা জানিয়া জয়চন্দ্র বাবু বিজয় নগরের পাড়ায় পাড়ায় টাক্স অর্থাৎ বৎসর বৎসর প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করাইতেন। সেই ধনে এক এক পাড়ার পথ ঘাট এবং বাটীর চতুষ্পার্শ্ব সুপরিষ্কৃত হইত। ইহাতে দুর্গন্ধহেতু প্রজাদিগের বড় একটা ব্যামোহ হইত না। বিশেষ, গ্রামান্তর-বাসী লোকেরা গ্রামখানির মধ্যে যে যেখানে আসিত, সে সেখানকার সৌন্দর্য্য এবং পারিপাট্য দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইত।

অনেক স্থানে তিন চারি খানি গ্রামের মধ্যে এক একটী হাট থাকে, সেই হট্ট সপ্তাহের মধ্যে দুইবার কেবল হয়। এক ক্রোশ-দূর-বাসী লোকেরা নিয়মিত সময়ে সেই স্থানে আসিয়া আপনাদের খাদ্য দ্রব্য এবং বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। যাহারা নিয়মিত সময়ে তথায় না আসিতে পারে, বা হাট-দিনের অতিক্রান্ত কোন দিবসে যদি কাহারও বাটীতে কোন আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হয়, অথবা বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে যদি কাহাকেও বহু লোককে অভ্যর্থনা ও আহারাদি করাইতে হয়, তবে তাহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। কিরূপে মান-সম্ভ্রম রক্ষা হইবে এই ভাবনায় তাহারা

অতিশয় কাতর হয়, এবং বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে গমন করত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু বিজয় নগরের প্রজাদিগের এতাদৃশ ক্লেশ ছিল না, সে খানে বহু সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র লোকের বাস থাকাতে তত্রস্থ জমিদার এবং মহল্লোক মহাশয়গণ সকলে এক-মত হইয়া গ্রামের মধ্যভাগে একটী বাজার করিয়া ছিলেন, ঐ বাজার প্রতিদিন প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকিত। ইহাতে তন্নিবাসী লোক-দিগের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করণের কোন মতেই অসুবিধা হইত না, অর্থব্যয় করিলে তাহারা প্রত্যহ নূতন নূতন উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইত। বিজয় নগরের বাজারে অনেকগুলি দোকান ছিল, তন্মধ্যে কোনটায় ঘি, চিনি, ময়দা, কোনটায় ধান, চাউল, দাইল, কলাই, কোনটায় চিড়া, মুড়কী, মুড়ী, প্রভৃতি জলপান সামগ্রী, কোনটায় বা মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি নানাপ্রকার মিষ্টান্ন পাওয়া যাইত। ইহাতেই অন্যান্য গ্রামের দোকানে যেরূপ চিড়া মুড়কী বাতাসা এবং গুড়ে নবাত ব্যতীত আর কোন মিষ্ট দ্রব্য পাইবার উপায় নাই, বিজয় নগরের সেরূপ অবস্থা ছিল না, তথায় সামান্য এবং ভদ্রলোকদিগের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান থাকাতে, যাহার যাহা আবশ্যক হইত, কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে তাহা সে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিত।

তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সদুপদেশ দ্বারা কি উত্তম কি মধ্যম কি অধম সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই বিজয় নগরের উন্নতির জন্য সাতিশয় উৎসুক হওয়াতে গ্রামখানি সুরম্য ও সুপরিপাটী হইয়াছিল। দূরদেশবাসী পথিকেরা তথায় আগমন করত, স্নান আহ্নিক এবং ভোজন পানাদি করিয়া পরমাপ্যায়িত হইত। দিবাবসান হইলে তাহারা অন্য কোন স্থানে যাইত না, খাদ্যসামগ্রী এবং বাসগৃহের সাচ্ছন্দ্যহেতু তাহারা ঐ স্থানেই রাত্রি যাপন করিত। দোকানী লোকেরা আপনাদিগের দোকানের পার্শ্বে পথিকদের ব্যবহারার্থ যে গৃহ নির্ম্মাণ করিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একটী স্ত্রীলোকদিগের বাসোপযোগী, একটী পুরুষদিগের নিমিত্ত। কোন প্রকারে একের সহিত অন্যের সংস্রব ছিল না, অতএব স্ত্রীলোকেরা আপন আপন ইচ্ছামত নিরুদ্বেগে ঐ গৃহ ব্যবহার করিতে পারিত, ভোজন শয়ন বা স্নানাদির সময়ে তাহাদিগের কোন প্রকারে কোন ব্যাঘাত জন্মিত না। কি স্ত্রী কি পুরুষ যাহাতে গ্রামান্তরবাসী পথিকদিগের মানের হানি বা ধনাপহরণ না হয়, গ্রামের মণ্ডল চৌকীদার এবং ফাঁড়িদার প্রভৃতি রক্ষকেরা তাহার বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিত। এই সকল সুনিয়ম হেতু কি দেশী কি বিদেশী সকল লোকেই হস্তোত্তোলন করিয়া জয়চন্দ্র বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিত, এ গ্রামের জমিদার মহাশয় চিরজীবী হউন। অধিক কি, বিজয় নগর সর্ব্ববিধায় সুন্দর ছিল বলিয়া, ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টর এবং জজ সাহেব

পর্য্যন্ত যখন মফঃস্বলে আসিতেন, তখন অন্য কোন স্থানে না গিয়া কেবল সেই খানেই বাস করিতেন।

সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু বিজয়নগরীয় প্রজাদিগের শুদ্ধ শারীরিক সুখ সচ্ছন্দ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, এমন নহে, তিনি যাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গের বুদ্ধিবৃত্তির এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি হয়, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বিজয় নগর গ্রামখানি অতি সুন্দর গণ্ডগ্রাম ছিল, তথায় এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ভদ্র লোক থাকাতে, ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টর এবং জজসাহেবদিগের অনুরোধে কোম্পানি বাহাদুর তথায় একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়ে ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষা শিক্ষা হইত। পাঠকগণ প্রতিমাসে অবস্থানুসারে কেহ আট আনা কেহ বা এক টাকা বেতন দিত, তথায় অনেক ছাত্র পড়িত বলিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ হইত; ইহাতে বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থ বড় একটা ধনকষ্ট হইত না, তবে সময়ে সময়ে যাহা অকুলান হইত, কোম্পানি বাহাদুর তাহা রাজকোষ হইতে দিতেন। মাজিষ্টর, জজ এবং কোম্পানির নিযুক্ত ইন্স্পেক্টর অর্থাৎ বিদ্যালয় দর্শক মহোদয় মহাশয়গণ যখন মফঃস্বলে যাইতেন, তখন ঐ বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্যরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেন।

জমিদার জয়চন্দ্র বাবু এই বিদ্যালয়ের প্রতি বড়

একটা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতেন, ধনাঢ্য লোকদিগের বালকেরা বিজয় নগরে না হয়, অনায়াসেই কলিকাতায় গিয়া উত্তমোত্তম বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সদ্বংশজা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার আর কোন উপায় নাই; তাহাদিগের পক্ষে মাতা মাতামহী পিতা পিতামহী প্রভৃতি স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাওয়া বড়ই দুষ্কর। একে হতভাগ্য বঙ্গ-দেশীয় অঙ্গনাগণের বিদ্যার প্রতি জনক জননী বা ভ্রাতাদিগের এমন অনুরাগ নাই যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের শিক্ষাবিধান করেন; তাহাতে আবার ঐ বিষয়ের বহু বিপক্ষ; শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, স্ত্রী-লোকদিগের বিদ্যার কথা পড়িলে বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া নানাপ্রকার কটু কাটব্য করেন। অত-এব তাহাদের শিক্ষা-বিধানের উপায় কি? বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে স্ত্রী এবং পুরুষদিগের মধ্যে যে বড় একটা প্রভেদ নাই, ইহা ঐ বিদ্বেষী লোকেরা ক্ষণমাত্র বিবেচনা করে না। উত্তম বিবেচনা না করিয়া অনেক ভদ্রলোক যদি স্ত্রীশিক্ষার শত্রু হয়েন, হউন, আমি কিন্তু যথাসামর্থ্য যত্ন করিয়া যাহাতে বিজয় নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়, সর্ব্ববিধায় এমন বিহিত যত্ন করিব।

নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান

কর্ত্তব্য, বঙ্গদেশীয় ভদ্র মহাশয়গণ স্বপ্নেও এমন বিবেচনা করেন না; আমি তাহাদেরও নিমিত্ত দুইটী পাঠশালা স্থাপন করিব। কলিকাতায় যেরূপ বঙ্গভাষার আলোচনা হইতেছে, অসুবিধা প্রযুক্ত পল্লীগ্রামে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না; অতএব প্রজাবর্গের উপকারার্থ আমি বিজয় নগরের কাছারি-ঘরে বঙ্গভাষার একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিব। পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকারা এ দেশে অন্যের গলগ্রহ হইয়া অন্ন বস্ত্রের জন্য নানা কষ্ট পায়, কখন বা পীড়িত হইলে সুচিকিৎসা এবং শুশ্রূষার অভাবে প্রাণত্যাগ করে, কখন বা বাল্যকালে অসচ্চরিত্র লোকেরা তাহাদিগকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া, যুবা-কালে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করায়, এবং অতি জঘন্য ব্যবহার করে। এ দুর্নীতি নিবারণার্থ আমি মাজিষ্টর এবং জজ সাহেবকে কহিয়া ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে একটী অনাথবাস স্থাপন করিব।

এই স্থির করিয়া জয়চন্দ্র বাবু প্রথমে বিজয় নগরে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রায় কতকগুলি উত্তমোত্তম বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইলেন। তন্মধ্যে গার্হস্থ বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের সকল-প্রকার পুস্তকই ছিল; আর আপনি কলিকাতায় মাসিক সাপ্তাহিক বা দৈনিক যে যে সংবাদপত্র লইতেন, তাহাও পাঠানন্তর বিজয় নগরের পুস্তকালয়ে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিয়ম করিয়া দিলেন, যাঁহারা পুস্তকালয়ে আসিয়া পুস্তকাদি পড়িবেন, তাঁহা-

দিগকে কিছুই দিতে হইবে না, কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাটীতে লইয়া গিয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগকে সামর্থ্যানুসারে এক আনা বা দুই আনা মাসিক দাতব্য দিতে হইবে। এই উপায় দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইত, তিনি তাহাতে নূতন নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইতেন।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি বিজয় নগরের গোমস্তা এবং মণ্ডলকে লিখিয়া বিজয়-নগর-মধ্যে নীচজাতীয় বালকদিগের নিমিত্ত অবৈতনিক একটী পাঠশালা স্থাপন করিতে কহিলেন। নিয়ম করিয়া দিলেন, এই পাঠশালায় দশ টাকা বেতনে একটী পণ্ডিত, এবং ছয় টাকা বেতনে একটী গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাঁরা বালকদিগকে সদাচারী করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হইয়া, ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ শিখাইবেন, আর যাহাতে তাহারা সহজ সহজ পুস্তক এবং হস্ত লিপি পাঠ ও সামান্যরূপ হিসাবপত্র রাখিতে পারে এমন শিক্ষা দিবেন, ইহাদিগকে বাহুল্য করিয়া কঠিন কঠিন বিষয় শিখাইবার কোন আবশ্যক নাই। পঞ্চম বর্ষ অবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত ইতর লোকের সন্তানেরা যেন এই পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করে, পরে যে যাহার নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষা করিতে যায়। পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয় তাঁহার জমিদারীর উপস্বত্ব হইতে মাসিক বেতন পাইবেন। এই নিয়মে পাঠশালা স্থাপিত হইলে, তিনি তাহাদের পাঠোপযুক্ত অনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে বিজয়নগরীয় ইতর লোকদিগের সন্তানদের মূর্খত্ব দোষ

দূর হইল; তাহারা ক্রমে ক্রমে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারসের রসিক হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ, তিনি অনাথ বালক বালিকাদিগের দুরবস্থা-বিষয়ক বৃত্তান্ত একখানি প্রবন্ধরূপে লিখিয়া ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টর এবং জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন, "মহাশয়গণ, আপনারা যদি এই দুরবস্থা-বিমোচনার্থ ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে শুভকর একটী অনাথগৃহ স্থাপন করেন, তবে আমি নিজে প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা দিব, এবং অন্যান্য ধনাঢ্য বন্ধুদিগের নিকট চাঁদা করিয়া যাহাতে প্রতিমাসে আরও দুই শত টাকা সংগ্রহ হয় তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব।" জয়চন্দ্র বাবুর সহিত এই বিচারকদিগের আলাপ পরিচয় ছিল না, কিন্তু মফঃসলে যাইবার সময় তাঁহারা তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তির কথা অনেক শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং দেখিয়াও ছিলেন। এতাদৃশ দেশের হিতকারক পত্র তাঁহাদিগকে কেহ কখন লেখেন নাই, অতএব পত্র-পাঠে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দুই জনে একত্র হওত আপন আপন পেস্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেস্কারগণ, তোমরা সত্য করিয়া বল, জয়চন্দ্র বাবু কেমন লোক? বিজয় নগরের জমিদারী-কাছারি হইতে আমরা হপ্তম পঞ্চম দেওয়ানী বা-ফৌজদারী কখন কোন মোকদ্দমার কথা শুনিতে পাই না কেন?"

পেস্কারেরা করপুটে নিবেদন করিল, "খোদাবন্দ

মহাশয়গণ, আপনারা বিজয় নগরের জমিদারীর কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? যে গ্রামের জমিদার ধর্ম্ম-পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী হন, সেখানকার প্রজাদিগের মোকদ্দমার কথা কেহ কি বাহিরে টের পায়। বিজয় নগরে মারামারি হঙ্গাম প্রায় ঘটে না, যদি কখন কিছু হয়, তবে গ্রামস্থ গোমস্তা মণ্ডল এবং ভদ্র মহাশয়গণ দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। যে বিষয় তাঁহারা নিজে নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহার এমনি সূক্ষ্ম বিচার করেন, যে তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কেহই অসন্তুষ্ট হয় না। আর দুষ্ট-দমনীয় জরিমানার টাকা তিনি আপনি গ্রহণ করেন না, প্রজাদিগের হিত-সাধনার্থ তাহা ব্যয় করিয়া থাকেন। মহাশয়গণ, কি বলিব, পিতা যেরূপ পুত্রের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদের হিত চেষ্টা করেন, জমিদার মহাশয় সেইরূপ বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া বিজয় নগরের লোকদের উপকারার্থ নানা মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিতেছেন। অতএব সেখানে হপ্তম পঞ্চম প্রভৃতি দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা কেন ঘটিবে। সকলেই আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কর দেয়, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।”

বিচারকদ্বয় পেস্কারদিগের মুখে জয়চন্দ্র বাবুর এই সকল গুণের কথা শুনিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, সকল জমিদার যদি এ ব্যক্তির

ন্যায় দেশ-হিতৈষী হয়, তবে ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের আর কিছুমাত্র দুরবস্থা থাকে না। যাহা হউক, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব করিলেন না, জমিদার মহাশয়ের আবেদনপত্রের সহিত আপন আপন সদভিপ্রায় লিখিয়া কলিকাতার বড় সাহেবের প্রধান সভায় পাঠাইলেন। সেই সভার অধ্যক্ষগণ ঐ সকল কাগজ পত্র পাঠ করত তাহার মঙ্গলজনক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপুর-জিলা-সংক্রান্ত হিন্দু লোকদের নিমিত্ত একটী অনাথগৃহ স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। মাজিষ্টর এবং জজ সাহেব মহাশয়েরা এই অনুমতি-পত্র পাইয়া জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিলেন, "দেষহিতৈষী বন্ধো, অনাথবাসের সাহায্যের নিমিত্ত কোম্পানি বাহাদুর অর্দ্ধেক টাকা দিবেন, ইংরেজ এবং ভদ্র মহাশয়দিগের নিকট চাঁদা করিয়া আর অর্দ্ধেক টাকা আপনাকে দিতে হইবে, আমরা নিজেও যথাসাধ্য যত্ন করিয়া আপনার সাহায্য করিব। আপনি ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে একটী অনাথগৃহ স্থাপন করিয়া, যে নিয়মে এই শুভকর বিষয়টী উত্তমরূপে চলিতে পারে, সেই সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করুন।" বিচারকদিগের আদেশানুসারে জয়চন্দ্র বাবু ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যভাগে একটী অনাথ-গৃহ স্থাপন করিয়া অনাথ শিশুদিগের আহার আচ্ছাদন এবং শিক্ষার বিষয়ে এমনি সুনিয়ম করিলেন যে, তাহাতে তাহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়েরই মঙ্গল হইল।

এই সকল কর্ম্ম দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ম্মল যশ দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইল। কি ভদ্র কি অভদ্র, বঙ্গদেশীয় সকল লোকেরই তাঁহার প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। আপনার প্রতি অপর সাধারণ সকল লোকের বিশেষানুরাগ দেখিয়া জয়চন্দ্র বাবু আত্মশ্লাঘা করিলেন না, বরং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, হে জগদীশ্বর! তোমার নাম ধন্য! আমার চিরবাঞ্ছিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি এতদিনে সাধন করিলাম। অতঃপর তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, স্ত্রীজাতিদিগের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উত্তম সময় এই. কিন্তু সকল লোকের সম্মতি না লইয়া একবারে যদি আমি বিজয় নগরে স্ত্রী-বিদ্যার স্থাপন করি, তবে তাহা কোন প্রকারে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না। আমি এমন কি, যে, বহুকাল যাহা প্রচলিত নাই, এবং যাহার প্রতি অনেক লোকের শ্রদ্ধানুরাগ নাই, ধনাঢ্য লোকদিগের সম্মতি ব্যতীত তাহা .ন প্রচলিত করিতে পারিব। অতএব সুযুক্তি এবং কৌশল দ্বারা প্রথমে সকল লোককে এই গুরুতর ব্যবহারে উৎসাহী করা আমার আবশ্যক হইয়াছে।

এই স্থির করণানন্তর জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতায় থাকিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান কর্ত্তব্য কি না, এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ রচনা করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উৎসবোপলক্ষে কলিকাতার বাণিজ্য-কর্ম্ম বন্ধ হইলে তিনি পৈতৃক আবাস বিজয় নগরে আসিলেন। বাটীতে

আগমন করিয়া এক দিন বিজয় নগরের ছোট বড় তাবৎ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া স্ত্রী-বিদ্যা-বিষয়ক ঐ প্রবন্ধখানি তাহাদিগের নিকট পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধখানি সুযুক্তি, সদুপদেশ, কোমল ভাষা এবং কোমল রসে এমনি পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যে তৎশ্রবণে সকলেই একবারে আর্দ্র হইয়া বিজয়নগরস্থ বালিকা-গণের নিমিত্ত যে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য এমন সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অধিক কি, পূর্ব্বে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বিষম বিরাগী ছিলেন, প্রবন্ধ শ্রবণ দ্বারা এক্ষণে তাঁহারা সবিশেষ অনুরাগী হইয়া জমিদার মহাশয়ের স্ত্রীবিদ্যালয়ে আপন আপন কন্যা প্রেরণ করিতে চাহিলেন।

এই সুযোগে ধার্ম্মিকবর জমিদার মহাশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুকালের বাঞ্ছিত বহু-আয়াস-সাধ্য মনোরথ পূর্ণ করিবার কারণ, বিজয় নগরে দুইটী স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। একটী নীচজাতীয় বালিকাগণের নিমিত্ত, আর একটী ভদ্রবংশীয় বালিকাগণের নিমিত্ত হইল; নীচজাতীয় বালকগণের যেরূপ শিক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাদের বালিকাগণের জন্যেও সেই-রূপ শিক্ষার নিয়ম করিলেন। কিন্তু ভদ্রবংশজ কামিনী গণের পক্ষে তদপেক্ষা উত্তম নিয়ম এবং উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক, ইহা বুঝিয়া তিনি কলিকাতাস্থ ইয়ুরোপীয় বিবিদিগের সমাজের কর্ত্রীর নিকট এই আবেদন করিলেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিজয় নগ-

রের স্ত্রী-বিদ্যালয়ে যেন সুপণ্ডিতা দুইজন শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া দেন। এক জন ইয়ুরোপীয়া বিবি, এবং আর এক জন এতদ্দেশীয়া কামিনী। এই দুই জন শিক্ষয়িত্রী যেন উত্তমরূপ বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিনী হন। কারণ দেশীয় ভাষাতে বালিকাদিগকে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

ইয়ুরোপীয় বিবিদিগের সমাজে এই আবেদন-পত্র উপস্থিত হইলে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক কলিকাতার ফীমেল নরম্যাল স্কুল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিনী এক সুশিক্ষিতা বিবি, এবং তৎসংযুক্ত সেণ্ট্রাল স্কুল হইতে এক এতদ্দেশীয়া কামিনী, এই দুই শিক্ষয়িত্রীকে বিজয় নগরে পাঠাইলেন; বিবির মাসিক বেতন পঞ্চাশ এবং এতদ্দেশীয়া কামিনীর বেতন পঁচিশ টাকা স্থিরীকৃত হইল। ইহাঁরা দুই জনে বিজয় নগরে উপনীতা হইয়া তথাকার সদবংশজ বালিকাগণের প্রতি স্নেহ ও কাশ-পূর্ব্বক নিজ নিজ কন্যার ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ জমিদার মহাশয় প্রতি মাসে নিজে পঞ্চাশ এবং গ্রামস্থ ধনাঢ্য লোকেরা আপনা-দিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া পঞ্চাশ টাকা দিতেন। ঐ একশত টাকা ব্যতিরেকে কোম্পানি বাহাদুর এই অভি-নব গুরুতর ব্যাপারের সাহায্যার্থ বিজয়নগরীয় লোক-দিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আর এক শত টাকা দিতে লাগিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত টাকা দ্বারা স্ত্রী-বিদ্যা-লয়ের সকল কার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইয়া যে টাকা

উদ্বৃত্ত হইত, ভবিষ্যতে ধন-কষ্ট হইবার ভয়ে তাহা স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সম্পাদক জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতাস্থ বাঙ্গালা-বেঙ্কে গচ্ছিত করিতেন। এ স্থলে বিজয়নগরীয় স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর কথা লিখিলাম না, সুশীলার বালিকা-পাঠশালায় পাঠোপলক্ষে তাহা স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করিব।

পুণ্যধাম বিজয় নগর এবং তৎসংক্রান্ত জমিদার মহাশয়ের বিষয়ে যাহা যাহা বলা আবশ্যক তাহা বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত উপাখ্যান সুশীলার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন অল্প-বয়স্কা বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া ঐ বালিকার ন্যায় পরিশ্রমী, ধর্ম্মপরায়ণা এবং সচ্চরিত্রা হইতে যত্ন-বতী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুশীলার বাল্য-বিবরণ।

জয়চন্দ্র বাবুর অধিকার-কালে বিজয় নগরে মনোহর দাস নামে একজন বণিক বাস করিতেন। অন্যান্য বণিকদিগের ন্যায় এ ব্যক্তি বড় একটা ধনবন্ত ছিলেন না, কেবল সামান্য ব্যবসায় দ্বারা আপনার পরিবার ভরণ পোষণ করিতেন। তাঁহার দুইটী পুত্র এবং একটী

কন্যা। পুত্র দুইটীর নাম হীরালাল এবং মতিলাল, আর কন্যাটীর নাম সুশীলা ছিল। এক্ষণে হীরালাল এবং মতিলালের বিষয় না লিখিয়া, কেবল সুশীলার বাল্যচরিত্র সংক্ষেপে বর্ণন করি; কারণ এই বালিকার বৃত্তান্তই আমার এই উপাখ্যানের মুখ্য অভিধেয় হইয়াছে।

সুশীলা বড় গৌরবর্ণা ছিল না, কিন্তু তাহার মুখ নাসিকা নেত্র প্রভৃতি অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষণ ছিল। পরমা সুন্দরী হইলে কি হয়, রূপ অপেক্ষা তাহার গুণ অধিক ছিল। বিশেষ, সুশীলা স্বভাব হেতু তাহার পিতা মাতা সকলেই তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। পঞ্চম-বর্ষ-বয়স্কা হইলে সুশীলার পিতা মাতা তাহাকে বিজয়নগরীয় ভদ্র লোকদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। সে প্রতিদিন অন্যান্য বালিকাদিগের সহিত বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পাঠশালায় যাইত, এবং দুই ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিত; অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ বালিকা যত শিখিতে পারিয়াছিল, তদন্যসঙ্গিনীগণ তাহার দশাংশের একাংশও শিখিতে পারে নাই। এই প্রভেদের কারণ এক্ষণে সংক্ষেপে প্রকাশ করি।

সুশীলা প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, পাঠশালায় যে সকল নূতন নূতন পাঠ পাইত তাহা অভ্যাস করিত। পরে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহার মাতার গৃহকর্ম্মের সাহায্য করিতে যাইত। ঐ বণিক-পরিবার বড় একটা ধনবন্ত না হওয়াতে ষোল টাকার ঊর্দ্ধ তাহাদের

মাসিক আয় ছিল না। ইহাতে দাস দাসী কিরূপে রাখিতে পারে; সুতরাং গৃহকর্ম্মের সমুদয় কর্ম্মগুলিই বণিকভার্য্যাকে স্বহস্তে করিতে হইত। তাহাদের সকল-গুলিই খড়ুয়া ঘর, তাহাতে মৃত্তিকা এবং দরমার প্রাচীর ছিল। ঐ সকল ঘর প্রতিদিন ঝাঁটি না দিলে এবং মধ্যে মধ্যে লেপন না করিলে অতিশয় বিশ্রী হয়, বণিকের স্ত্রীর পক্ষে তাহা সমাধা করা সুকঠিন হইলেও যে কোন প্রকারে হউক করিতেই হইত। সুশীলা সাধ্যানুসারে জননীর সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না। ছোট ছোট দাবা এবং ঘরগুলি আপনি ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিত, প্রয়োজন মতে কোন কোন দিন তাহা লেপনও করিত। সপ্তাহের মধ্যে যে দিন তাহার মাতা আপনি বা অন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া গৃহ লেপন করিতেন, সুশীলা একটী ছোট কলসী দ্বারা জল আনিয়া বা ধামী দ্বারা মাটী বহন করিয়া তাঁহার উপকার করিত। যত দূর পারিত সে আপনি লেতা ধরিয়া দ্বার এবং পৈঠাগুলি সুপরিস্কৃত করিতে কোনমতে আলস্য করিত না।

নিত্য-নিয়মিত গৃহ-পরিষ্কার-কর্ম্ম শেষ হইলে, সুশী-লার মাতা যখন ঘটী বাটী থালা পাথর রেকাবি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের পাত্রগুলি লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে পরিষ্কার করিতে যাইতেন, তখন সুশীলা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তিনি একটী দুইটী করিয়া মাজিয়া দিতেন, সে ক্রমে ক্রমে তাহা বহন করিয়া, তাহাদের

ঘরের মধ্যে যে বাসনের চৌকিখানি ছিল তাহাতে আনিয়া রাখিত। এইরূপে সকল পাত্রগুলি সুপরিস্কৃত হইলে, তাহার মাতা যখন গৃহে আসিয়া একখানি নেকড়া দ্বারা তাহার জল বিমোচন করত যে ঘরের যাহা তাহা সেই ঘরে রাখিতেন, সেও এক একটী করিয়া তাঁহাকে বহিয়া দিত। সুশীলার মাতা এমনি উত্তম গৃহিণী ছিলেন যে, তাঁহার গৃহের এক স্থানের সামগ্রী অন্য স্থানে কখনই থাকিত না, যেখানকার দ্রব্য সেই খানেই থাকিত। তাঁহার কন্যা-পুত্রগণ যাহাতে এই নিয়ম বিশেষ প্রতিপালন করে, এমত উপদেশ তাহাদিগকে তিনি সর্ব্বদাই দিতেন।

প্রতিদিন বেলা সাত ঘটিকার সময়ে বণিকভার্য্যা স্নান করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিবার নিমিত্ত রন্ধনশালায় যাইতেন। সুশীলা তাঁহার সহিত স্নান করিয়া যথাসাধ্য পাকের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মাতার সাহায্য করিত। তাহার পিতা বাজার হইতে খাদ্য-সামগ্রীগুলি ক্রয় করিয়া আনিলে, সে যথাস্থানে তাহা স্থাপন করিত। অনন্তর নিয়মিত সময়ে পিতা এবং ভ্রাতা দুইটীকে স্নানার্থ তৈল ও বস্ত্র আনিয়া দিত। ইত্যবসরে বণিকবনিতা সামান্যরূপে রন্ধন-কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুশীলার কেশ বন্ধন করিয়া দিতেন; পরে তাহাকে ভোজন করাইয়া প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। ঐ স্ত্রী দশটার সময় নিত্য নিত্য পাড়ার ভদ্রবালিকাদিগকে পাঠশালায় লইয়া যাইত এবং দুইটার

সময় তাহাদিগকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিত; এজন্য প্রত্যেক বালিকার পিতা মাতার নিকট সে চারি চারি আনা করিয়া মাসিক বেতন পাইত। এই রূপে দশ বার জন বালিকা দ্বারা তাহার ভরণ পোষণের উপায় হইত; বৃদ্ধদশাতে ঐ বৃদ্ধাকে এক দিনও অন্যের উপাসনা করিতে হইত না।

পাঠশালায় যাইয়া সুশীলা অগ্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রের যে কয়েকটী পদ বা শ্লোক তাহার শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা করিতে দিতেন, তাহা অভ্যাস করিত, গুরুমাতার নিকট তাহা মুখস্থ বলিয়া পরীক্ষা দিত। মুখস্থ বলা শেষ হইলে, সে আপনার শিল্পসামগ্রী লইয়া শিল্পবিদ্যা শিখিত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সে আপনার নিত্য পাঠ সকল একবার অভ্যাস করিয়াছিল, সুতরাং বিদ্যালয়ে কোন পাঠ শিখিবার নিমিত্ত তাহার অধিক সময় লাগিত না। শ্রেণীস্থিতা অন্যান্য বালিকাদিগের পূর্ব্বে সে আপনার পাঠ বলিতে সক্ষমা হইত। ক্রমে ক্রমে সকল বালিকা আপনাদিগের পাঠ মুখস্থ বলিলে, গুরুমাতা যখন ঐ পদ এবং শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিতেন, সুশীলা তখন বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। যে সকল নিগূঢ় ভাব সে একেবারে বুঝিতে পারিত না, শিক্ষয়িত্রীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লইত। একারণ তাহার গুরুমাতা অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। বিজয়নগরীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতিরেকে

বঙ্গদেশীয় ইতিহাস, প্রাচীন পুরাবৃত্ত, নীতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ভূগোল, অঙ্কপুস্তক এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নিয়মানুসারে প্রতিদিন দুই তিন বিষয় পাঠ হইত। প্রত্যহ কোন কোন জন্তুর ছবি অথবা ব্যবহারোপযোগী কোন পদার্থ লইয়া বালিকাদিগকে তাহার বিবরণ শিখান হইত। সুশীলা মনোযোগী এবং পরিশ্রমী হওয়াতে সকল বিষয়েই প্রধানা ছিল; তাহার সহপাঠিকা বালিকারা যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিত, তবে সে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিত। ইহাতে সকল বালিকার কাছে সে আদরণীয়া ছিল, সকলেই তাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিত, তাহাকে না কহিয়া তাহারা কোন কর্ম্মই করিত না; অধিক কি, দুষ্টস্বভাবা বালিকারা অন্তরে তাহার পরম দ্বেষ্টা হইলেও, সুশীলার সুশীলতা এবং মিষ্ট কথা দ্বারা এমনি বশীভূত হইয়াছিল, যে, এক দিনও তাহাকে অপ্রিয় কথা বলে নাই।

সেলাই শিখিবার সময়ে যখন অন্যান্য বালিকারা সূচি সূতা লইয়া শিল্পকর্ম্ম শিখিত, তখন গুরুমাতা গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের একখানি পুস্তক অথবা বিবিধার্থ-সংগ্রহ-নামক মাসিক পত্রের কোন উত্তম প্রবন্ধ লইয়া একজন বালিকাকে পাঠ করিতে দিতেন, অন্যান্য বালিকাগণ সেলাই করিতে করিতে তাহা শ্রবণ করিত। সুশীলা এবং গুরুমাতা ঐ গ্রন্থপাঠের মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, যে যে স্থানে কঠিন বোধ হইত তাহাও তাহাদের দুই জনের এক জন বুঝাইয়া দিতেন। ঐ বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে অতি সুন্দর ক্ষুদ্র একটী পুষ্পোদ্যান ছিল; প্রধান-শিক্ষয়িত্রী

উহার মৃত্তিকা খনন এবং তৃণ উৎপাটন জন্য বালিকাদিগের ব্যবহারোপযুক্ত কতকগুলি অস্ত্র কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পকর্ম্ম শেষ করিয়া বালিকারা যখন গুরুমাতার সঙ্গে সেই উদ্যানে কৃষিকর্ম্ম শিখিতে যাইত, তখন গুরুমাতা তাহাদিগের এক জনকে উপন্যাস রূপে উক্ত পুস্তকের একটী মনোহর উপাখ্যান কহিতে বলিতেন। কোন দিন বা আপনি ইংরেজি পুস্তকে পঠিত কোন মনোহর গল্প অথবা দেশ-বিদেশীয় বৃত্তান্ত বা আচার ব্যবহারের কথা কহিতেন। আর আর বালিকাগণ কথার ছলে নীতিগর্ভ জ্ঞানোৎপাদক গল্প সকল শ্রবণ করিতে করিতে কর্ম্ম করিত। সুতরাং ইহাতে তাহাদিগের বড় একটা পরিশ্রম বোধ হইত না, অনায়াসে নিয়মিত ভূমির ঘাস উৎপাটন করিয়া ফুলগাছগুলির গোড়ার মাটী খুলিয়া দিতে পারিত। এই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সৎকুলোদ্ভবা কন্যাদিগের উত্তম রূপ স্বাস্থ্য লাভ হইত, পীড়ার নিমিত্ত বড় একটা তাহারা পাঠশালাতে অনুপস্থিতা থাকিত না। পুষ্পোদ্যানে সকল বালিকার এক একটুক স্থান নিরূপিত ছিল; তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানের ফুলগাছ সকল উত্তম করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইত। কিন্তু সুশীলার পরিশ্রম দ্বারা তাহার বাগানে যত ফুল ফুটিত, অত ফুল আর কাহারও বাগানে ফুটিত না। এই বাগানে যে মালী নিযুক্ত ছিল, সে, কিরূপে জলসেচন পুষ্পবৃক্ষের পল্লবাদি ছেদন এবং শুষ্ক পত্র উন্মোচন করিতে হয়, তাহা বালিকাদিগকে শিখাইয়া দিত।

বিদ্যালয়ের ঘটিকাতে দুই প্রহর দুই ঘণ্টা হইলেই

বালিকাগণ অবকাশ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার সঙ্গে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। সুশীলা গৃহে আসিয়া প্রথমে কিছু জলপান করিত, পরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া প্রতি-বাসিনী বালিকাদিগের সহিত খেলা করিতে যাইত। রাঁধা-বাড়া—অর্থাৎ খেলাঘরে বালিকারা যে মিথ্যা রন্ধনাদি করিয়া আপন সন্তান-সন্ততি-রূপে কল্পিত পুত্তলি-রাশিকে খাইতে দেয়, এ খেলা সে যেমন ভালবাসিত, অন্য খেলা তাহার তেমন প্রীতিকর ছিল না। গৃহধর্ম্মের অনেক বিষয় এই খেলাতে শিখা যায়, একবার তাহার মাতা তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন; এজন্য খেলার সময় সে অন্যান্য বালিকাদিগকে ঐ খেলা খেলিতে কহিত। সুশীলা ক্রীড়ার সময় অন্যান্য সঙ্গিনীদিগের সহিত কখনও বিবাদ করিত না, কলহ করা দূরে থাকুক বরং কাহাকেও বিবাদ করিতে দেখিলে, সে সদুপদেশ এবং মিষ্ট কথা দ্বারা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। প্রতিবাসিনী কোন স্ত্রী পীড়িতা হইয়াছে, এ কথা শুনিলেই সুশীলা খেলা না করিয়া তাহাকে দেখিতে যাইত, প্রয়োজন হইলে যথাসাধ্য তাহার কর্ম্মকাজ করিয়া দিত। অনেক স্ত্রীলোক একত্র বসিয়া মিথ্যা গল্প করিতেছে, ইহা দেখিলেই সুশীলা "শিশুপালন" "নবনারী" অথবা গার্হস্থ বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের একখানি মনোহর গ্রন্থ লইয়া পাঠ করত তাহাদের মনোরঞ্জন করিত। পরের কথা পরের গ্লানি সে কদাচ শ্রবণ করিত না; কোন রমণী এতদ্রূপ কথা কহিলে, সে মিষ্ট বাক্য এবং সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে নিষেধ করিত। সুশীলার সংসর্গে প্রতিবাসিনী রমণীগণের উপকার

বই অনুপকার হইতনা, এজন্য তাহারা তাঁহাকে কন্যার ন্যায় সমাদর এবং বিশেষ স্নেহ করিত।

গৃহপালিত দুর্ব্বল পশু পক্ষীদিগের উপর সুশীলার বড়ই যত্ন ছিল। মনুষ্যদিগের যেমন সুখ দুঃখ ক্ষুৎ পিপাসাদি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান আছে, তাহাদিগেরও প্রায় সেইরূপ আছে, বরং মনুষ্য অপেক্ষা তাহাদের কোন কোন জ্ঞান প্রবলতর হয়; অতএব অকারণে তাহাদিগকে যাতনা দেওয়া বড়ই নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। মাতৃ উপদেশ দ্বারা সুশীলার এই জ্ঞান হওয়াতে সে অশান্ত দুষ্টস্বভাব বালক বালিকাদিগের ন্যায় পশু পক্ষী কীটদিগকে যাতনা দিয়া কোন প্রকার আমোদ করিত না, বরং সাধ্যমতে যাহাতে তাহাদের ক্লেশ দূর হয়, এমন উপায় চেষ্টা করিত। এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন সুশীলা পাঠশালা হইতে ঘরে আসিবার সময় পথিমধ্যে একটী বিড়াল-শাবক দেখিল; আহারাভাবে তাহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে, চলৎশক্তি রহিত প্রায়, ভূমিতে পড়িয়া কেবল এক এক বার কাতরধ্বনি করিতেছে। জীবন্মৃত বিড়াল-শাবকের এরূপ দুরবস্থা দেখিবামাত্র সদয়-হৃদয়া সুশীলার কোমলান্তঃকরণে করুণা-রস সঞ্চার হওয়াতে, সে পূর্ব্বোক্ত প্রহরী-স্বরূপা বৃদ্ধাকে কহিল, ওগো গোয়ালা দিদি, দেখ দেখ বিড়াল-ছানাটী কত দুঃখ পাইতেছে দেখ, আহা কোন্ কঠিন-হৃদয় নির্দ্দয় ব্যক্তি এমন করিয়া উহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া এত যন্ত্রণা দিয়াছে। তুমি আস্তে আস্তে বিড়াল-ছানাটীকে তুলিয়া আন, আমি উহাকে ঘরে লইয়া গিয়া উহার প্রাণরক্ষা-করণের যত্ন পাইব। এই

কথাতে বুড়ী রাগ করিয়া বলিতে লাগিল, সুশীলে! তোর ঢং দেখে বাছা আর বাঁচি নে, সে দিন আধমরা কাকের বাচ্ছাটীকে পাঠশালায় লইয়া গিয়া গুরুমাতা আর তোতে কত জল ও খাবার খাওয়াইয়া বাঁচাইলি, আগুনের সেক পর্য্যন্ত দিলি, পরে একটুঁ বলবান হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে উড়াইয়া দিলি। কেহ ফড়িং ধরিয়া খেলা করিলে, নিষ্ঠুরতা নিষ্ঠুরতা বলিয়া যতক্ষণ তাহাকে না উড়াইয়া দিস্ ততক্ষণ তোর আর সুখ সচ্ছন্দ থাকে না। আমি ঘোষালদের বাসাকে কেমন উড়ন্ত শালিকের বাচ্ছাটী ধরিয়া দিয়াছিলাম, পাখীটী এতদিন থাকিলে কত কথা কহিতে শিখিত, কেবল তোর পরামর্শ শুনিয়া সে তাহা উড়াইয়া দিল। আজি আবার আধমরা বিড়াল-ছানাটী ঘরে লইয়া যাইতে আমাকে অনুরোধ করিতেছিস্। তোর মা দেখিলে আমাকে কি বলিবে, আমি তোর কথা শুনিতে পারিব না। ধৈর্য্যশীলা সুশীলা বৃদ্ধার কটুবাক্য-শ্রবণে কোন প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিল না, বরং মিষ্ট কথা দ্বারা বৃদ্ধাকে অনেক সদুপদেশ দিয়া যত্নপূর্ব্বক বিড়াল-শাবককে ঘরে লইয়া গেল। বাড়ার কেহ দেখিয়া পাছে বুড়ীর ন্যায় তিরস্কার করে, এই ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল কিছু মলিন হইল বটে, কিন্তু দুর্ব্বল জন্তুর প্রাণ-রক্ষা করা সৎ কর্ম্ম বই অসৎ কর্ম্ম নহে, এই বিবেচনায় সে আর উদ্বিগ্না হইল না, বিড়ালশাবক শুদ্ধ মাতার নিকট গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। বুদ্ধিমতী বণিকভার্য্যা কন্যার দয়ালু স্বভাবের কথা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, কিন্তু বাহ্যে কিছু

প্রকাশ করিলেন না, এইমাত্র কহিলেন, "যেমন আনিয়াছ, উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা পাও।" দিন কয়েক বিড়ালশাবকটী সুশীলার ক্রীড়ার পুত্তলির স্বরূপ হইল; অবকাশ পাইলেই সে তাহাকে খাওয়ায়, তাহার গাত্র পরিষ্কার করিয়া দেয়, গরম কাপড় ঢাকা দিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখে। এইরূপ করিতে করিতে তাহার সকল রোগ দূর হইল। অল্প দিনের মধ্যে সে বলবান্ ও হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল; তাহাকে দেখিলে ক্রমে আদর করিয়া সকলেই ক্রোড়ে লইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুশীলার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মাতৃবৎ-স্নেহ করাতে দুরন্ত-স্বভাব হইলেও ঐ বিড়ালটী তাহার এমনি বশীভূত হইয়াছিল, যে সুশীলা তাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করাইতে পারিত। শুদ্ধ ইহা নহে, তাহাদিগের বাটীতে হীরালালের একটী কুকুর ছিল ও মতিলালের এক যোড়া কপোত ছিল; অনুরাগ এবং স্নেহ সহকারে সুশীলা তাহাদিগের সকলকেই প্রতিপালন করিত বলিয়া তাহারা তাহাকে এমনি ভালবাসিত যে, সুশীলা যেখানে যাইত তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, যেখানে রাখিত সেই খানেই থাকিত, যাহা বলিত তাহাই শুনিত। এমন কি, সে ভোজনান্তে ভিন্নজাতি এবং ভিন্নস্বভাব-বিশিষ্ট বিড়াল, কুকুর এবং কপোতকে ডাকিয়া একত্র আহার করিতে দিত, তাহাতে তাহারা স্ব স্ব অংশ সানন্দচিত্তে খাইত, কেহ কাহারও অনিষ্ট করিত না; পরস্পর তাহাদিগের স্বাভাবিক যে খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগের আচরণে এমন ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইত না।

বেলা চারি ঘটিকার সময় মতিলাল এবং হিরালাল তাহার ভ্রাতৃদ্বয় গ্রামস্থিত কোম্পানির স্কুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ইতিপূর্ব্বে সুশীলা বাটীতে আসিয়া তাহাদিগের জলখাবার এবং নিত্য ব্যবহারের বস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিত। তাহাদিগের ভোজন করা হইলে ঐ বুদ্ধিমতী বালিকা কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের সহিত একত্র বসিয়া বিদ্যালয়ে সংক্রান্ত কথোপকথন করিত। কোন দিন তিন ভ্রাতা ভগিনীতে একত্র হইয়া বিড়াল কপোত কুকুর লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। অতঃপর ভ্রাতা-দ্বয় ক্রীড়া করিতে গেলে, সে মাতার সহিত সন্ধ্যাকালের নিত্য-কর্ম্ম সকল করিত। বণিক দোকান হইতে প্রত্যা-গমন করিয়া আপনার ঘর দ্বার এবং বাসন-পত্রগুলি সু-পরিষ্কৃত এবং পরিপাটী দেখিতেন, ইহাতে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত।

পল্লীগ্রামবাসী অল্পধন ব্যক্তিদিগকে বাজারে সকল খাদ্য-সামগ্রী কিনিতে হইলে তাহাদের দিনপাত করা কঠিন হইয়া উঠে, অল্প আয়ে অধিক ব্যয় হওয়াতে তাহাদিগকে অতি শীঘ্র মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঐ মহাজনদিগের ঋণজালের এমনি গুণ যে, তাহাতে একবার বদ্ধ হইলে কোন ব্যক্তি হঠাৎ তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। একারণ উত্তম গৃহিণী স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ বাটীর কোন কোন স্থানে শাক শসা বেগুণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া থাকেন। বণিক নিজ বাটীর সন্নিকটে একটী বাগান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভার্য্যা ঐ

বাগানে নানাপ্রকার খাদ্য-সামগ্রী উৎপন্ন করিতেন, এজন্য তাঁহাকে প্রায় বড় একটা বাজার করিতে হইত না, নিত্য ব্যঞ্জনের সকল দ্রব্যই প্রায় বাটীতে প্রস্তুত দেখিতেন। হীরালাল এবং মতিলাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐ বাগানে তৃণ সকল উৎপাটন করিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া দিত। সুশীলা একটী ক্ষুদ্র কলসী দ্বারা জল বহন করিয়া গাছের গোড়ায় জল প্রদান করত তাহাদিগকে সতেজ রাখিত। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন বণিক, পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, ঈশ্বরের আরাধনাদি করিতেন, পরে ভোজন-পানাদি করিয়া যে যাহার নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেন। ইতি-মধ্যে যে দিন হীরালাল এবং মতিলাল আপনাদের পাঠ অভ্যাস করিত, সে দিন সুশীলা এবং তাহার মাতা পরি-বারদিগের চাদর এবং আংরাখাগুলি লইয়া সেলাই করি-তেন। পুত্রদ্বয় পাঠ অভ্যাস করিয়া শয়ন করিতে গেলেই, তাঁহারা শয়ন করিতেন।

সুশীলা মাতা পিতা সহোদর এবং অন্যান্য গুরুজনকে বড়ই মান্য করিত। তাঁহাদিগের কথা সে কখনই অব-হেলন করিত না। সে কোন বিষয়ে অপরাধিনী হইলে, যদি তাঁহারা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন, তবে সে হেঁট-মাথা হইয়া তাহা সহ্য করিত, দুশ্চরিত্রা বালিকাদিগের ন্যায় মিথ্যা বাগ্‌বিতণ্ডায় কদাচ প্রবৃত্ত হইত না; এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন সন্ধ্যাকালে এক ভট্টাচার্য্য বণিক পরিবারকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আসিতেন। সুশীলা মনোযোগপূর্ব্বক

তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিত। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নম্রভাবে তাহার উত্তর দিত, অসদাচারিণী বালিকাগণের ন্যায় ধর্ম্মকথাতে সে কোন প্রকার উপহাস করিত না। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত বলি।

এক দিন সুশীলা ক্রীড়া করিতে করিতে বালিকাস্বভাব হেতু আপনার একখানি পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তাহার মাতা উহা অবলোকন করিয়া তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া হেঁট-মাথায় রোদন করিতে করিতে মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এমত সময়ে সেই পণ্ডিত মহাশয় ধর্ম্মোপদেশের উপলক্ষে বণিকদের বাটীতে উপনীত হইলেন। তিনি সুশীলার সর্ব্বদা সস্মিত বদন দেখিতেন, কিন্তু সে দিন তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সবিস্ময়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে সুশীলে, আজ তোমার এমন ভাব কেন? আমি এত দিন তোমাদের বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছি কখন ত তোমার এমন অপ্রসন্ন মুখ দেখি নাই। সুশীলা কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিল, মহাশয়, অদ্য আমি এক কুকর্ম্ম করিয়াছি, তন্নিমিত্ত মাতা আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন, পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আমা হইতে আর এমন কর্ম্ম না হয়। ভট্টাচার্য্য সেই অল্পবয়স্কা বালিকার এইরূপ নম্রতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বৎসে, দীর্ঘজীবী হও, তোমার ন্যায় আমার কন্যা-পুত্রগণ যেন সত্যবাদী নম্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখে কালযাপন করে।

সলিমান নামা এক ধার্ম্মিক পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “বাল্য-কালে সন্তান সন্ততিদিগকে এমন শিক্ষা দাও এবং এমন সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে তাহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে, জনক জননীর দর্শিত সৎপথ ছাড়িয়া কদাপি অন্য পথে না যায়।” বণিক-ভার্য্যা এই উপদেশ-বাক্যের যথার্থ সারগ্রাহিণী হইয়া আপন কন্যা সুশীলা এবং পুত্রদ্বয়কে নিরন্তর সদ্বিষয় শিক্ষা দিতেন। অনেক লেখা বাহুল্য, উপমাস্বরূপে তাঁহার উপদেশের কয়েকটী প্রধান বিষয় লিখি। অন্যান্য অশান্ত শিশু-দিগের ন্যায় তাঁহার কন্যা-পুত্রেরা যাহাতে গৃহস্থিত কোন সামান্য বিষয়ের অপচয় না করে, তিনি সর্ব্বতোভাবে এমন যত্ন করিতে কোনমতেই ত্রুটি করিতেন না। পুত্র-কন্যার প্রতি পিতা মাতার এরূপ যত্নকে অতীব গুরু-তর কর্ম্ম বলিতে হইবে। এ বিষয়ে বণিকভার্য্যার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। বণিকভার্য্যার পরিমিত ব্যয় এবং দ্রব্য অপ-চয়ের সাবধানতা বিষয় একটী উত্তম দৃষ্টান্ত লিখি, বোধ করি তাহা পাঠ করিয়া পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

এক দিন সুশীলা সায়ংকালের একটী দিয়াসলাই লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়াছিল, অনন্তর ভ্রমবশতঃ সেই একদিক-পোড়া দিয়াসলাইটী হারাইয়া ফেলিল। তাহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, বৎসে সুশীলে, তুমি কি কর্ম্ম করিলে, দিয়াসলাইটী হারানতে সংসারের কত অপচয় হইল, একবার বিবেচনা কর দেখি। আমি করিলে দুই দিন যে কর্ম্ম চলিত, তুমি করাতে সে

কর্ম্ম এক দিন বই চলিল না। সামান্য দিয়াসলাই বলিয়া তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। গৃহস্থ লোককে বহুমূল্য বস্তুর প্রতি যেরূপ যত্ন করিতে হয়, অল্পমূল্য দ্রব্যেও তদ্রূপ করা উচিত। নতুবা অল্প দিনের মধ্যে তাহারা অপব্যয়ী হইয়া ক্রমে লক্ষ্মীছাড়া হয়।

বণিকভার্য্যা সুশীলাকে এইরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, তাহাদের গ্রামে দরিদ্র লোকদিগের নিমিত্ত একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য দুইজন সরকার চাঁদার পুস্তক হাতে করিয়া আসিল। "পোড়া দিয়াসলাইটি হারানতে বিস্তর অপচয় হইয়াছে" বাহির হইতে বণিকভার্য্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন সরকার অন্য জনকে কহিল, ভাই, তুমি এমন লোকের বাটীতে আমাকে চাঁদা সাধিতে কেন আনিলে, এতাদৃশ কৃপণ ব্যক্তি কখন কি চাঁদার টাকা দেয়? কিন্তু বণিক দুইটী টাকা আনিয়া বিনয়বচন দ্বারা তাহাদিগকে প্রদান করিলে, তাহাদের পূর্ব্ব আশংসা দূর হইল। আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হওত পরস্পর অল্প অল্প হাস্য করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ বণিক তাহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মহাশয়গণ, আপনারা হাস্য করিবেন না, আমি একজন মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বটি, কিন্তু আমার স্ত্রী পরিমিত ব্যয় এবং সামান্য বস্তুর প্রতি যত্ন করেন বলিয়া মাসে মাসে আমার কিছু ধন রক্ষা হয়, এবং তাহাতেই এই গুরুতর সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয়ে আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সমর্থ হই।

বণিক-বনিতা সুশীলাকে সর্ব্বদাই কহিতেন, বৎসে, তোমরা ভ্রাতা ও ভগিনী পরস্পর সদ্ভাবে থাকিয়া যে যাহার নিজ নিজ কর্ম্ম উত্তমরূপে করিবে। কোনমতেই সময় নষ্ট করিও না। যখন যাহা করিতে হয় তখনই তাহা করিবে, বিলম্ব করিলে কর্ত্তব্য-সাধন-বিষয়ে নানা ব্যাঘাত ঘটে, হয় ত করণীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াই উঠে না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ওপাড়ার বসুজ মহাশয়দিগের বাটীতে একটী বালকের জ্বর হইয়াছিল; যে দিন বালকটীর পীড়া হয়, সেই দিনেই বাটীর কর্ত্তা তাহাকে জোলাপ দিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু বালকটী অতি কটু বিস্বাদ ঔষধ সেবন করণের ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহাতে গৃহিণী সে দিন তাহাকে ঔষধ খাইতে দিলেন না। পর দিন একবারে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া বিকার উপস্থিত হইল। তথাপি অতি প্রত্যূষে তাঁহারা চিকিৎসককে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন না। কোন্ কবিরাজকে আনিব, কে উত্তম বৈদ্য, এই বিবেচনা করিতে করিতেই অনেক বেলা হইল। পরে একজন চিকিৎসকের বাটীতে ভৃত্য পাঠাইয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, যে, তিনি বাটীতে নাই, অন্যান্য রোগীকে দেখিতে গিয়াছেন। এইরূপে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বালক উত্তম ঔষধ পাইল না। কালবিলম্ব হওয়াতে তাহার বিকার অতি প্রবল হইয়া উঠিল, সুতরাং সে সে যাত্রা আর রক্ষা পাইল না।

আর এক দিন আমি তোমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, "রোমদেশীয় রাজা জুলিয়স সীজরের বিপক্ষে কুমন্ত্রণা করিয়া

যে দিন রাজসভাতে আমীরগণ তাঁহাকে হত্যা করিবে স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিনে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট রাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে পত্রখানি পাঠ না করিয়া দেওয়ানের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া কহিলেন দেওয়ানজী, এখানি আমার নিজের পত্র, আজি রাখিয়া দাও কল্য পড়িব। কিন্তু সে কল্য আর তাঁহাকে বাঁচিতে হইল না, অনন্ত কালের নিমিত্ত তাঁহাকে কায়িক দেহ পরিত্যাগ করিতে হইল। যদি তিনি ঐ পত্র পাইবামাত্র পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর এরূপ দুর্গতি ঘটিত না, অবশ্যই সাবধান হইতে পারিতেন। অতএব সুশীলে, যে দিনে ও যে ক্ষণের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি সেই দিনেই ও সেই ক্ষণেই তাহা করিবে, কালি করিব এমন কথা কখন বলিও না।

এইরূপে সুশীলা, মাতা পিতা শিক্ষক আচার্য্য এবং গুরুজনের নিকট ধর্ম্ম বিদ্যা এবং সাংসারিক বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া অত্যন্ত গুণবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া উঠিল। তাহার বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর। বণিক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি সুশীলার এখন বিবাহ না দিয়া আর চারি বৎসর কাল বিদ্যা শিখাইলে শিখাইতে পারি, তথাপি দেশ কাল অবস্থা বিচারে বোধ হইতেছে, দ্বাদশ বৎসরের অধিকবয়স্কা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত নয়। স্ত্রীলোকদিগকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যা আরম্ভ করাইয়া যদি সাত বৎসর কাল বিদ্যাভ্যাস করান যায়,

ইতরে যথেষ্ট। ইহার পর তাহারা বিদ্যা-রসের আস্বাদ পাইলে স্বামীর গৃহ অথবা পিত্রালয় যে খানে থাকুক, অনায়াসে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষমা হইবে। মনে মনে এই স্থির করিয়া বণিক সুশীলার বিবাহার্থ সৎপাত্র অন্বেষণ করিবার কারণ স্বজাতীয় ঘটকদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন।

সেই গ্রামে চন্দ্রকুমার দত্ত নামে ভদ্রবংশজ এক যুবা পুরুষ ছিলেন। বণিক মহাশয়ের বাটী হইতে তাঁহার বাটী এক ক্রোশ দূরে ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল বিষয়েই চন্দ্রকুমার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নির্ধন পুরুষ বলিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কন্যাপ্রদানে সম্মত হয় নাই। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে মান্দ্রাজে বাণিজ্য কর্ম্ম দ্বারা বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়া নিজ পুত্রকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যাপারে অনেক বিপত্তি; একবার জাহাজ ডুবিয়া যাওয়াতে তাঁহার মূল ধন নষ্ট হয়, তাহাতে মহাজনেরা নালিশ করিয়া অবশিষ্ট ধন-সম্পত্তি সকলই কাড়িয়া লয়। সুতরাং পৈতৃক বাস বিজয়নগরে আসিয়া, তিনি এক ক্ষুদ্র খড়ুয়া ঘরে বাস করত দুঃখে কালযাপন করিতেন। ঐ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে বণিক-পরিবারদিগের আলাপ ছিল, বণিক-তনয়া সুশীলা অনেক বার কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এমত নহে, সে ব্যক্তি কখন কখন ঐ ধার্ম্মিক পরিবারদিগের বাটীতে আসিতেন বলিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বিষয়ে কথোপকথনও করিয়াছিল। তদ্দ্বারা তাহারা

উভয়ে উভয়ের গুণ উপলব্ধি করিয়া পরস্পর আন্তরিক অনুরাগ করিত, কিন্তু পরস্পর যে বিবাহ-সম্বন্ধ হইবে এমন প্রত্যাশা তাহাদের এক দিনের জন্যেও হয় নাই।

এক দিন বণিক সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া সদর বাটীর একখানি চালাতে বসিয়া তামাকু খাইতে-ছিলেন, এমত সময়ে এক জন কুলাচার্য্য তথায় উপনীত হইয়া সুশীলার বিবাহ প্রস্তাব করত কহিল, "মনোহর বাবু, লক্ষ্মীপুর গ্রামে ধনপতি মল্লিক নামে একজন সওদাগর আছেন। ধনে মানে কুলে ধনপতি বণিক-জাতিদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি তোমার কন্যা সুশীলার রূপ গুণের কথা শুনিয়াছেন। উহার পুত্র দীনবন্ধু মল্লিকের সহিত তুমি যদি কন্যাটীর বিবাহ দাও, তবে সে চিরকাল অন্ন-বস্ত্রের জন্যে দুঃখ পাইবে না, সোনা দানা পরিয়া পরম সুখে থাকিবে।" বণিক কহিলেন, "মহাশয়, মল্লিক-পরিবারদিগের নাম আমি বাল্যকাল অবধি জানি, তাহারা আমাদের জাতির মধ্যে প্রধান কুলীন এবং ধনী ব্যক্তি বটেন, সে পরিবারে কন্যাদান করা এক প্রকার শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু দীনবন্ধু কেমন লোক? তাহার বয়স কত? দয়া ধর্ম্ম বিদ্যা বিষয়ে তাহার অনুরাগ আছে কি না?"

ঘটক বলিল, "বন্ধো ধনপতির পুত্র দীনবন্ধুর আঠার বৎসর বয়স হইয়াছে। তিনি অতিশয় রূপবান্ পুরুষ, তাঁহার পিতা মাতার ঐ একটী বই আর পুত্র নাই, এজন্য বাল্যকালে তিনি সকলের কাছে আদরের ছেলিয়া ছিলেন। সুতরাং লেখা পড়া কঠিন কর্ম্ম বলিয়া তাহাতে বড় একটা

মন দেন নাই। তথাপি এখন লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন, নিতান্ত মূর্খ নহেন। তাঁহার দয়া-ধর্ম্ম বিষয়ে আমি কি উত্তর দিব, যুবা পুরুষ, উচক্ক বুদ্ধি, বয়স একটু গাঢ় হউক, তবে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধানুরাগ জন্মিবে। ভাই, তুমি বিদ্যা এবং ধর্ম্মের কথা কহিয়া এত সন্দেহ করিতেছ কেন? তিনি যে লোকের সন্তান, কত লোক তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকে।”

কুলাচার্য্যের মুখে বণিক এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, বর পাত্রটী বড় একটা লেখাপড়া জানে না, নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মও করিয়া থাকে, ধনমদে মত্ত হইয়া সে ধর্ম্মাধর্ম্ম বড় একটা বিবেচনা করে না। ধনী এবং কুলীন বলিয়া এমত অযোগ্য ব্যক্তিকে কন্যা দান করা বিহিত নয়। কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, কেবল এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, “মহাশয়, বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব বড় একটা সহজ কথা নহে, ইহার উপর দম্পতীর সুখ-দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলেই নির্ভর করে। আমি আমার ধর্ম্মপত্নী এবং আর আর জ্ঞাতি কুটুম্বকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাদিগের মত হয় ত আপনাকে অল্প দিনের মধ্যে পত্র লিখিব।

রাত্রিকালে বণিক ভোজনান্তে নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুশীলার পরিণয়-বিষয়ক কথাসকল ধর্ম্ম-পত্নীকে জানাইলেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দেখিয়া বাল্যকাল পর্য্যন্ত কুলীন-নামের উপর সুশীলার মাতার

আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল, অতএব তিনি কুলীনের কথা শুনিয়া স্বামীকে সম্বোধন করত এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

নাথ, শুনিয়াছি কুলীনেরা বহু বিবাহ করিয়া কেবল শ্বশুরালয়েই কালযাপন করে, তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় নাই, গাঁজা মদ অহিফেন সেবনে তাহারা নাকি বড়ই নিপুণ। যে স্ত্রীর পিত্রালয়ে তাহারা এই সকল অসেব্য মাদক দ্রব্য না পায়, তাহার নাকি তত্ত্বাবধারণ করে না। অতএব এরূপ পাত্রে কন্যা দান করা অপেক্ষা কন্যার গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করত তাহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করা উচিত। সত্য কহিতেছি, আমি প্রাণান্তেও সুশীলাকে এমন অযোগ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে কখনই বলিব না।

পতি। প্রিয়তমে, কুলীনদিগের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন? বহু বিবাহ করা কিছু কুলীনদিগের ধর্ম্ম নয়, ব্যবস্থা-শাস্ত্রে তাঁহাদিগের যে সকল লক্ষণ* লেখা আছে তদনুসারে চলিলে তাঁহারা অতিশয় মান্য ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হন। তুমি যে সকল গর্হিত দো . কথা কহিতেছ, তাঁহাদিগের প্রতি তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। বহু-বিবাহ-প্রথা শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যত ছিল, এখন আর ততটা নাই। জঘন্য ব্যবহার বলিয়া সকলেরই উহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এজন্য অনেকেই উহা পরিত্যাগ করণে উদ্যত আছেন। আমাদিগের বণিক-জাতীয় কুলীনদের মধ্যে উহা প্রায় চলিত নাই, অন্যান্য শূদ্রেরাও প্রায় উঠাইয়া দিয়াছে।

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো-দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

পত্নী। প্রাণবল্লভ, কুলীনের লক্ষণগুলি ভাল বলিলে বটে, কিন্তু তাহার মতে না চলিলে ত হইবে না। আমি শুনিয়াছি কত কুলীনের স্ত্রী সপত্নীদিগের বাক্য যন্ত্রণায় এবং স্বামীর কুক্রিয়া-দোষে আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে।

পতি। প্রিয়তমে, তুমি বুদ্ধিমতী, বাল্যকালে তুমি বিদ্যাভ্যাস কর নাই বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছি, এবং অবকাশমতে সদুপদেশ প্রদান করিতেও কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই; তবে এমন অযুক্ত কথা কেন কহিতেছ? কুলীনের সন্তান হইলেই কুলীন হয় না, যাহারা কুলীনের লক্ষণ পালন করে, আমার মতে তাহারাই যথার্থ কুলীন। নতুবা যে ব্যক্তি নীতি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বহু বিবাহ করত ভদ্রবংশজা কামিনীদিগকে যাবজ্জীবন অসুখী করে, তাহার আবার কুলীনত্ব কি? যদি বল দেশাচারের মতে ইহা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রিয়তমে, এরূপ গর্হিত দেশাচার আর অধিক কাল থাকিবে না। শুনিয়াছি কৃতবিদ্য লোকদিগের সম্মতিক্রমে আমাদের রাজা কোম্পানি বাহাদুর এক আইন করিবেন, যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, তবে তাহাকে রাজনিয়মানুসারে বিশেষ দণ্ড-নীয় হইতে হইবেক।

পত্নী। নাথ, কুলীনদিগের উপরে আমার যে ভ্রম হইয়া-ছিল, তোমার উপদেশে এখন তাহা দূর হইল বটে, কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের আইনের কথা শুনিয়া আর একটী আশংসা আমার মনে হইতেছে। যে ব্যক্তির স্ত্রী বন্ধ্যা

এবং চিররুগ্না, সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, সে কি দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিবে না, তাহার বংশ কি একবারে লোপ পাইয়া যাইবে?

পতি। প্রিয়তমে, তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা রমণীরা যে সূক্ষ্ম বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারে, এত দিন আমার উত্তম অনুভব হইল। এখন আমার বিবেচনায় তোমার প্রস্তাবের যে উত্তর হয় তাহা শুন। জগতের তাবৎ সুখই আমরা পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তিনি নির্ম্মল সুখের আকর-স্বরূপ, তাঁহার কৃপা না হইলে আমাদিগের ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ কখনই হইতে পারে না। যদি পরমেশ্বর দেন, তবে এক স্ত্রীতেও বহু সন্তান-সন্ততি উৎপন্ন হইতে পারে, নতুবা শত শত বিবাহ করিলেও মনুষ্যকে অপুত্রক থাকিতে হয়। কি সম্পদ্ কি বিপদ্, কি রোগ কি স্বাস্থ্য, চিরকাল পরস্পর সাহায্য পাইবার জন্য মনুষ্য পরিণয় [illegible] বদ্ধ হইয়া থাকে; এই নিয়মের অন্যথা হইলে সংসারধর্ম্মে সুখ কি? আর চিররুগ্ন প্রভৃতি দোষ যেমন স্ত্রীলোকের হয়, সেইরূপ পুরুষেরও হইতে পারে। অতএব তাদৃশী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা পুরুষের পক্ষে বিধেয় হয়, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষেও রোগী এবং ব্যাধিগ্রস্ত স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্যপতি গ্রহণ করা বিধি হইতে পারে। কিন্তু তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয়তঃই বিরুদ্ধ; যে স্ত্রী ও যে পুরুষ এমন ঘৃণিত কর্ম্ম করে, তাহারা মিথ্যাবাদী, অসৎ এবং অকৃতজ্ঞ, তাহাদিগের এবং পশু-

পক্ষীদিগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। অপকৃষ্ট পশু-পক্ষীরা যেরূপ একটাকে গ্রহণকরণানন্তর কিয়দ্দিন তাহার সহিত সহবাস করিয়া অন্যটাকে গ্রহণ করে, তাহারাও তদ্রূপ। কারণ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সর্ব্বদেশে সকল-জাতীয় স্ত্রী-পুরুষেরা বিবাহকালে গুরু পুরোহিত এবং আত্মীয়গণের সমীপে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া স্বীকার করে "অদ্যাবধি আমরা উভয়ে একাঙ্গ হইলাম, যাবজ্জীবন উভয়ের সুখ দুঃখ উভয়েই সহ্য করিব, আমরা উভয়ে উভয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানিব না, একান্তচিত্তে উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্য সাধন করিব। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সকল পরিত্যাগ করিতে হইলেও আমরা উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না।" বর কন্যা দুই জনেই বলে, "এক্ষণে আমার যে প্রাণ ও হৃদয় সে তোমার হইল, এবং তোমার যে প্রাণ আর হৃদয় তাহা আমার হইল। মৃত্যু পর্য্যন্ত এ নিয়ম আমরা প্রাণপণে প্রতিপালন করিব।"

প্রিয়তমে, বিবেচনা কর দেখি, এমন গুরুতর শপথ এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যখন স্ত্রী-পুরুষ পরিণয়সম্বন্ধে পরিবদ্ধ হয়, তখন চিররুগ্ন বন্ধ্যা বা কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষা হেতু আর কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত?

পত্নী। নাথ, তোমার উপদেশে আমার সকল আশংসা দূর হইল। এখন সুশীলার ভাগ্যে আমাদের অপেক্ষা যদি ধনী এবং কুলীন বর উপস্থিত হইয়াছে, তবে বিবাহ দিউন না কেন, ভালই ত, যেমন দেখিয়া দিতে হয় তাহার সকলই হইয়াছে। মেয়েটী ভাল খাবে, ভাল থাকবে, হাতে পায়ে

দশখান আভরণ পরতে পাবে, ইহা অপেক্ষা পিতা মাতার আর সুখ কি ?

পতি। প্রিয়ে, তিন কারণে বাবু দীনবন্ধু মল্লিকের সহিত সুশীলার বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। প্রথম, বিদ্যার প্রতি তাঁহার বড় একটা অনুরাগ নাই, লেখা-পড়া তিনি নাকি সামান্য রূপ জানেন। দ্বিতীয়, ঘটক বলিল তিনি যুবা পুরুষ, চঞ্চল-বুদ্ধি, এখন ধর্ম্মাধর্ম্মে বড় একটা ভয় করেন না। যুবাকালে যাহার ধর্ম্ম ভয় না হইল, সে যে বৃদ্ধকালে ভাল হইবে তাহা অতি সন্দেহ-স্থল। তৃতীয়, যদি কুটুম্বিতা করিতে হয়, তবে সমতুল্য লোকদিগের সহিত কুটুম্বিতা করাই উচিত ; নতুবা পদে পদে অপমান ঘটে। স্পষ্টরূপে বিবেচনা করিতে গেলে, বিবাহ-বিষয়ে এই তিনটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। বিদ্বান এবং ধার্ম্মিক স্বামী স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রার্থনীয়। স্বামী মন্দ হইলে বিনাগ্নিতে তাহা-দিগকে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইতে হয়। কখন কখন এমনও ঘটিয়া উঠে, স্বামীর দোষে সচ্চরিত্র স্ত্রীলোকেরা ন মাঙ্গ-লিক সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাতে তাহাদের ঐহিক সুখ ত জন্মের মত যায়, এবং পরকালেও ঈশ্বর তাহাদিগকে ঘোরতর দণ্ড প্রদান করেন। আমার সুশীলা বুদ্ধি বিদ্যা এবং ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই দীনবন্ধু বাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার সহিত ঐ অযোগ্য ব্যক্তির বিবাহ হইলে কন্যাটী কখন সুখী হইবে না। আমি বিশেষ জানি স্ত্রীলোক যদি স্বামী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তবে সে স্বামীর সাংসারিক সুখ কখনই ভাল হয় না, পরস্পর বিতণ্ডা করে বলিয়া তাহাদের সর্ব্বদাই বিরোধ হয়।

অপর, দীনবন্ধু বাবু ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হইলেও আমি তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিতাম কি না তাহা সন্দেহস্থল। কারণ তিনি ধনী লোকের সন্তান, তাঁহার বাপের যত ধন আছে, আমার তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তত্ত্বাবধারণ করিবার সময়, আমার যেমন সংস্থান, আমি অল্প সামগ্রী দিয়া তত্ত্ব করিলে মল্লিক-পরিবার তাহা অগ্রাহ্য করিবে, তাহা হইলে সুশীলা লজ্জাতে তাহাদিগের কাছে মুখ তুলিতে পারিবে না। বোধ হয়, আমরা নির্ধন পরিবার বলিয়া দীনবন্ধুর মাতা ভগিনী আমার কন্যাকে অনাদরের কথাও কহিবে। সুশীলার সহিত যদি আমরা কখন দেখা করিতে যাই, অথবা তাহাকে বাটীতে আনয়ন করিবার প্রস্তাব করি, তবে কাহারও দ্বারা বাটীর কর্ত্তার বিশেষ উপাসনা না করিলে, আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। হয় ত [illegible] বলিয়া তিনি আমার গৃহে সুশীলাকে কদাপি পাঠাইতে চাহিবেন না। অতএব এমন স্থলে কন্যা দান করা আমাদের বিধি নয়, আমরা যেমন, তেমন ঘরেই সুশীলাকে প্রদান করা উচিত।

পত্নী। নাথ, ধনলোভে মূর্খ এবং অধার্ম্মিককে কন্যা দান করা যে উচিত নয় তাহা আমার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইল, এখন জিজ্ঞাসা করি, চন্দ্রকুমার দত্তের সহিত সুশীলার বিবাহ দিলে কি হয় না? তিনি অতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, লেখাপড়া উত্তমরূপে জানেন, সভ্য, ভব্য, সকল বিষয়েই সুশীলার যোগ্য পাত্র; কেবল দোষের মধ্যে তাঁহার বড় একটা ধন নাই। শুনিয়াছি অল্প-বয়স-প্রযুক্ত তিনি ভালরূপে কর্ম্মদক্ষ

হন নাই, এজন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে প্রতিমাসে আট টাকার অধিক বেতন দেন না; না দিউন, তিনি পরিশ্রমী যুবক, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাকে নাকি বড় ভালবাসেন, বোধ হয় কিছু দিন পরে তাঁহার মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। আমার হীরালাল এবং মতিলালের সঙ্গে তাঁহার বড়ই সদ্ভাব। তাহারা তাঁহার কাছে কখন কখন যাইয়া থাকে, তিনিও অনেকবার আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন, সুশীলা তাঁহাকে দেখিয়াছে, অনেকবার তাঁহার সহিত কথোপকথনও করিয়াছে। পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া সুশীলার যে তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ আছে, ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। সে দিন তামাসা করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেমন গো সুশীলে, চন্দ্রকুমারের সহিত তোর কি বিবাহ দিলে হয় না। ইহাতে সে বিরক্ত না হইয়া বরং প্রফুল্ল-বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। অতএব বোধ হয় এরূপ ব্যক্তির সহিত বিবাহ তাহার কোনমতে অপ্রীতিকর হইবে না।

পতি। ধর্ম্মশীলে, চন্দ্রকুমারের কথা শুনিয়া আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। কন্যা যদি বরের গুণ জ্ঞান জানিয়া তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে, পিতা মাতার তত্তুল্য আর সুখ কি? এখন ধন না থাকুক, পরমেশ্বর দেন ত তাঁহার বহু ধন হইবে। কল্য সন্ধ্যাকালে হীরালাল এবং মতিলাল দ্বারা চন্দ্রকুমারকে আমাদের বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করা যাইবে, আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি যোগ্যপাত্র

বোধ হয়, তবে কল্যই সম্বন্ধ স্থির করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পর দিন বৈকালে মনোহর দাস বণিক মহাশয় পুত্র-দিগের দ্বারা চন্দ্রকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে চন্দ্রকুমার আসিলে, বণিক তাঁহার সহিত বিদ্যা এবং ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করণানন্তর বুঝিলেন, যে, তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি, সর্ব্ববিধায় সুশীলার পক্ষে উত্তম স্বামী হইবেন। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে সুশীলার সহিত তাঁহার পরিণয় প্রস্তাব করিলেন। মনের মত স্ত্রীরত্ন লাভে কাহার ইচ্ছা না হয়? চন্দ্রকুমার পূর্ব্বাবধি বণিক তনয়ার বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সকল গুণই জানিতেন; অতএব এমন স্ত্রীর সহিত বিবাহ প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। ভোজনান্তে চন্দ্রকুমার সুশীলার পিতাকে কহিয়া গেলেন, মহাশয়, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, আপনি আমার পিতার নিকট গিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ স্থির করিবেন। (শুভস্য শীঘ্রং), বণিক আর কাল-বিলম্ব করিলেন না। সেই রাত্রেই চন্দ্রকুমারের পিতার নিকট গিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসি-লেন। চন্দ্রকুমার জামাই হইবে, এই বলিয়া বণিক-পরিবারের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা সমস্ত রাত্রি কেবল বিবাহের কথা কহিয়া কালযাপন করিল।

চন্দ্রকুমারের সহিত সুশীলার বিবাহ হইবে, এই বার্ত্তা গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, বণিকের জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বেরা কহিল, হীরালালের পিতা ভাল কর্ম্ম করিল না, সে ব্যক্তি

অল্প-বুদ্ধি, কাহাকেও বলে না, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, স্ত্রী-পুরুষে পরামর্শ করিয়া মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করে। বরের ভাল ঘর নাই, ভাল দ্বার নাই, মেয়েটা হাতে পায়ে পাঁচখানা পরিতে পাবে না, তবে কি দেখিয়া তাহার সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিল। ধর্ম্মভীত বণিকপরিবার এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া মনে মনে যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহার অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিতে কোনমতেই ইচ্ছা করিল না। তাহারা শুভ দিন এবং শুভ লগ্ন স্থির করিয়া সুশীলার বিবাহোদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলার বিবাহ এবং স্বামিগৃহবাস

কিয়দ্দিন পরে বণিক, জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়দিগকে বাটীতে আনয়ন করিয়া, সুপাত্র চন্দ্রকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যেমন অবস্থা, আপনার সংস্থান মতে কন্যাটীকে যৌতুক প্রদান করণে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। সমাগত লোকদিগকেও মিষ্ট বাক্যে সন্তোষ প্রদান করিয়া যথাবিহিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

সুশীলা স্ত্রীবিদ্যালয়ের প্রধান বালিকা ছিল, এজন্য বিচয় নগরের কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক

বিবাহের সভাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য যৌতুক প্রদান করিলেন। কোন ব্যক্তি চন্দ্রকুমারের ধনের কথা উল্লেখ করিলেন না, বরং বিদ্যা এবং চরিত্র বিষয়ে যেমন কন্যা তেমনি বর হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বণিকের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা বরের ধনসম্পত্তি বিষয়ে বণিককে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

বিবাহের পর দুই বৎসর কাল চন্দ্রকুমার ধর্ম্মপত্নী সুশীলাকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন না, সে পিতৃভবনে বাস করিয়া উত্তমরূপে বিদ্যা এবং সাংসারিক কার্য্য সকল অনুশীলন করিতে লাগিল। তিনি নিজেও পূর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রম করিয়া কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এবং আপনার বিবাহ-বিষয়ক তাবৎ কথা নিজ প্রভুকে জানাইলেন। পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সত্যবাদী এবং সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া জানিতেন, আর তাঁহার আচার ব্যবহার পরিশ্রমাদি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার আর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

ঐ ধর্ম্মভীত যুবা পুরুষের যে বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মাতা ছিলেন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা এবং আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল ক্রয় করণে, পূর্ব্বে যে আট টাকা বেতন পাইতেন, তাহার সমস্তই ব্যয় হইত। এক্ষণে বার টাকা মাসিক আয় হইলে তিনি প্রতিমাসে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া উদ্বৃত্ত টাকাতে প্রথমে আপনার নিমিত্ত একখানি মেটিয়া

ঘর বাঁধাইলেন। পরে বাটীর চারিদিকে মৃত্তিকার প্রাচীর এবং বাহিরে বসিবার নিমিত্ত একখানি চালা নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মপত্নী সুশীলাকে নিজ নিকেতনে আনিবার উদ্-যোগ করিলেন।

চন্দ্রকুমারের মতানুসারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা লাঠী হাতে করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন অপরাহ্ণে মনোহর দাস বণিক মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। বণিক তৎকালে গৃহে ছিলেন না, হীরালাল এবং মতিলালও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অন্যান্য একপাঠী বন্ধু-দিগের সহিত খেলাইতে গিয়াছিল। বেহাইকে দেখিয়া বণিকভার্য্যা বড়ই উদ্বিগ্না হইলেন, বাটীতে কেহ নাই, কেমন করিয়া বেহাইয়ের অভ্যর্থনা করিব, বারংবার তিনি এই কথা কহিতে লাগিলেন। সুশীলা রন্ধনশালায় রাত্রি-কালে প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে করিতে সে সকল কথা শুনিয়া একেবারে বাহিরে আসিল, এবং বিনীত ভাবে নিজ মাতাকে কহিল, জননি, উৎকণ্ঠিতা হইবেন না, পিতা এবং শ্বশুর প্রায় সমতুল্য গুরু, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাঁরা উভয়েই সমান মান্য, এবং সমান পূজনীয়; যে বিষয়ে আমরা পিতার নিকট লজ্জা না করি, সে বিষয়ে শ্বশুরকে কি লজ্জা করা উচিত? বেলা গেল, আপনি রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে যাউন, আমি যাইয়া শ্বশুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতেছি।

বণিকভার্য্যা তৎক্ষণাৎ রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে গেলেন। সুশীলা প্রথমে আপনাদের বড় ঘরের দাবায় একখানি মাদুর

পাড়িয়া বাহিরে আগমন করত বিনীতভাবে শ্বশুর মহাশয়কে প্রণিপাত করিল, আর কহিল, পিতঃ, জনক মহাশয় এখনও বাটীতে আসেন নাই, এখনই আসিবেন, আপনি বাটীর ভিতরে আসিয়া বসুন। পুত্রবধূটীর এইরূপ আশ্চর্য্য সম্ভাষণে বৃদ্ধ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, এবং তাহার সমভিব্যাহারে ভিতর বাটীতে যাইয়া বড় ঘরের দাবাস্থিত সেই ক্ষুদ্র মাদুরখানির উপর বসিলেন। সুশীলা আপন পিতার হুকাতে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া নম্রভাবে শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধ তামাকু খাইতে লাগিলেন। সুশীলা এক গাড়ু জল এবং একখানি গামোছা তাঁহার সম্মুখ-ভাগে রাখিল, পরে পিঁড়া পাতিয়া বসিবার স্থান করিয়া একখানি সুপরিষ্কৃত রেকাবে কিছু মিষ্টান্ন সামগ্রী এবং এক ঘটী পানীয় জল আনিয়া কহিল, পিতঃ, অনেকটা পথ আসিতে না জানি আপনার কত ক্লেশ হইয়াছে, অতএব পদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। চন্দ্রকুমারের পিতা পুত্রবধূর সুশীল ব্যবহার এবং মিষ্ট কথাতে সাতিশয় আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, মাতঃ, এখানে আসিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় নাই, আমি তোমাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছি, তোমাকে লক্ষ্মীরূপা দেখিতেছি, তুমি আমার গৃহে গেলেই আমার গৃহ উজ্জ্বল হইবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ পদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলযোগ করিলেন।

বণিক্-ভার্য্যা রন্ধন করিতে করিতে সুশীলার কথাগুলি আন্দোলন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সুশীলা আমার

বেশ বলিয়াছে, ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করাতে যে লজ্জা হয়, সেই লজ্জাই যথার্থ লজ্জা ; নতুবা সামান্য লজ্জা করিয়া গুরুজনের নিকট অপ্রকাশ্য থাকা, অথবা ঘোমটা দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত কথা না কওয়া, কোনমতেই আমার বিহিত বোধ হয় না। যাহারা দেশাচারের বিপরীত কর্ম্ম বলিয়া ভাসুর শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয় গুরুজনের সহিত কথা না কয়, আমার বিবেচনায় তাহারা ভাল কর্ম্ম করে না। চন্দ্রকুমারের পিতা আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, তাঁহার পুত্রে আমি প্রাণাধিকা সুশীলাকে প্রদান করিয়াছি, অতএব তাঁহাকে আমার লজ্জা কি? মনে মনে এই আন্দোলন করিয়া বণিকভার্য্যা বৃদ্ধ বৈবাহিকের জন্য একটী তাম্বুল ছেঁচিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং বিনীতভাবে বৈবাহিককে নমস্কার করিয়া কহিলেন, বেহাই মহাশয়, তাম্বুল গ্রহণ করুন, অনেকক্ষণ আপনি আসিয়াছেন, আমি কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া এতক্ষণ আপনকার সহিত দেখা করিতে পারি নাই, এ দোষ ক্ষমা করিবেন। ভাল, আপনার চন্দ্রকুমার এবং বেহান ঠাকুরাণী কেমন আছেন?

এই কথাতে বৃদ্ধ আহ্লাদিত হইয়া চন্দ্রকুমারের মাঙ্গলিক বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন ; যেরূপে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে উপায়ে তিনি স্বকীয় ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কথা বলিতে ত্রুটি করিলেন না। বিশেষ, নিজ পত্নীকে বৃদ্ধদশাতে সংসারে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, এই কথার উল্লেখে চন্দ্রকুমারের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির কথা কহিতে কহিতে তাঁহার দুই চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইল। বণিকপত্নী

প্রাণাধিক জামাতার সচ্চরিত্রতার কথা শুনিতে শুনিতে একেবারে সংসারের কর্ম্ম কাজ সকলই ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় বণিক বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বৈবাহিক দাবায় বসিয়া সুশীলার মাতার সহিত কথা কহিতেছেন, হীরালাল এবং মতিলাল দুই ভ্রাতা তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া আছে, সুশীলা প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরগুলিতে সন্ধ্যা দিতেছে। সকলেই হৃষ্টচিত্ত, ইহা দেখিয়া তিনিও অতিশয় পুলকিত হইলেন।

বণিক সে দিন আর চন্দ্রকুমারের পিতাকে নিজ বাটীতে যাইতে দিলেন না, আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া দুই বৈবাহিকে সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা সুশীলাকে স্বনিকেতনে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, সুশীলার পিতা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ভাই, যুবতী কন্যা শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পরম সুখে আপনার গৃহকর্ম্ম করে, ইহা পিতা মাতার নিতান্ত ইচ্ছা, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় পক্ষেই মঙ্গল। অতএব স্বামি-গৃহে সুশীলার পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ধনসচ্ছল নাই, প্রথম কন্যাকে পতি-সদনে পাঠান আমার পক্ষে বড় একটা সহজ নহে, যেমন সংস্থান, ক্রমে ক্রমে তাহার আয়োজন করিতে হইবে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আর দুই মাস কাল বিলম্ব করিলে আমি সচ্ছন্দে পাঠাইতে পারিব। বৃদ্ধ বণিক সুশীলার পিতার যুক্তিসিদ্ধ মিষ্ট কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া, দুই মাস পরে পুত্রবধূকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

এ দিকে সুশীলা পিতা এবং শ্বশুর মহাশয়ের জন্য খাদ্য-

সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আপনার ভ্রাতা হীরালালকে ডাকিতে কহিল। হীরালাল তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, আপনারা গাত্রোত্থান করুন, ভগিনী আপনাদিগের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। এই কথাতে তাঁহারা দুই বৈবাহিকে গাত্রোত্থান করিয়া রন্ধনশালায় ভোজন করিতে গেলেন। বণিকপরিবার বৈবাহিকের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রীর বিশেষ আয়োজন করেন নাই বটে, কিন্তু রান্নাঘরের পারিপাট্য এবং ভোজনপাত্র ও আসনাদির সুশৃঙ্খলা দেখিয়া চন্দ্রকুমারের পিতা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুশীলা পরিবেশন করিতে লাগিল, বণিকভার্য্যা পতি এবং বেহাই মহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া শিষ্টাচার প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, বেহাই মহাশয়, সুশীলা আমার বালিকা, পাকাদি কর্ম্মে এখনও বড় একটা নিপুণা হয় নাই, অতএব ব্যঞ্জনাদিতে যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করিবেন। বেহাই কহিলেন, অমৃত পানে মনুষ্যদিগের যত না তৃপ্তি হয়, তোমার কথা শুনিয়া আমার ততোধিক তৃপ্তি হইল। উত্তম পাচিকা হওয়া স্ত্রীলোক মাত্রেরই সাতিশয় প্রয়োজনীয়। বধূ-মাতা যে এই অল্প বয়সে এরূপ পাক করিতে শিখিয়াছেন, ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না।

এইরূপে কথাবার্ত্তায় ভোজন-পানাদি শেষ হইলে, সুশীলা ভিতর বাটীর আর একটী ঘরে শ্বশুর মহাশয়কে একটী উত্তম পরিষ্কৃত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। বৃদ্ধ পরম-সুখে তথায় নিদ্রা যাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত একে

একে বৈবাহিক বৈবাহিকা পুত্রবধূ এবং তৎসহোদরদিগের নিকট বিদায় হইলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি বণিক-পরিবারদিগের শিষ্টাচার সুশৃঙ্খলা সচ্চরিত্রতার বিষয় এবং সুশীলার কর্ম্মদক্ষতা আর সদ্ব্যবহারের কথা সকলই নিজ পত্নীকে কহিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার পত্নী সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, আর কত দিনে দুই মাস কাল যাইবে, কত দিনে আমি একরূপ পুত্রবধূর মুখচন্দ্রমা দেখিব, দিবারাত্রি এই কথাই আন্দোলন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনোহর দাস বণিক মহাশয় সুশীলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে থালা ঘটী বাটী বাটা প্রভৃতি গৃহসজ্জা সকল প্রস্তুত করিতেছেন, এমত সময়ে এক দিন সন্ধ্যাকালে গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একখানি পালকী লইয়া ছয় জন বেহারা এক চাকর এবং এক চাকরাণী তাঁহার বাটীতে উপনীত হইল। ভৃত্যের হস্তে একখানি পত্র ছিল, ঐ পত্রপাঠে বণিকবর জানিতে পারিলেন যে রঘুনাথ দত্ত নামে তাঁহার শ্যালীপতি তৎপৌত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে সুশীলা এবং তাহার মাতাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পালকী পাঠাইয়াছেন। দাসী অন্তঃপুরে বণিক-ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, বেহারা এবং চাকরটী বাহিরে রহিল। বণিক হীরালাল এবং মতিলালকে বলিয়া তাহাদিগকে যথোচিত আহার এবং রাত্রিকালের প্রয়োজনীয় আসনাদি প্রদান করাইলেন। ইহাতে ভৃত্যগণ সন্তুষ্ট হইয়া বাহির বাটীর চালাতে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

সমুদায় পরিবারের ভোজনানন্তর, বণিক শয়নগৃহে গমন

করিয়া সুশীলার মাতাকে কহিলেন, পৌত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে তোমার ভগিনী যে তোমাকে এবং সুশীলাকে লইয়া যাইবার জন্য বেহারা পাঠাইয়াছেন, তাহার কি? না গেলে তিনি দুঃখিতা হইবেন, বোধ হয় তিনি নিশ্চয় জানিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই যাইবে, নতুবা একেবারে কখন বেহারা পাঠাইতেন না।

বণিকভার্য্যা কহিলেন, সুশীলার পতিগৃহে যাইবার আর এক মাস বই বিলম্ব নাই, ইতিমধ্যে আমাকে খয়েবর্চ্চ ও মসলাদি সকল প্রস্তুত করিতে হইবে। বিশেষ, হীরালাল আমার নূতন কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতে যাইতেছে। এবং মতিলালেরও পনর দিন পরে পরীক্ষা হইবে, সে এ সময়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না। আমরা গেলে বাটীতে কে থাকে? কেমন করিয়া গৃহকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়? বরং সুশীলা যাউক, আমি গৃহে থাকি।

বণিক বলিলেন, প্রিয়তমে, আমার বিবেচনায় সুশীলার একাকিনী ঘরে থাকাও ভাল নয় এবং মাসী বাটী যাওয়াও ভাল নয়।

বণিকভার্য্যা বলিলেন, নাথ, কথার ভাবে আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। মাসী পিসী পর নয়, সুশীলা অল্প দিনের জন্য যাইবে, ভগিনী আমার যত্ন করিয়া উহাকে লইয়া যাইতেছেন। ইহাতে বোধ হয় তিনি আমা-অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আর, সুশীলা আমার ধর্ম্মশীলা; ধর্ম্মশীলা রমণীর প্রতি ঈশ্বর সতত প্রসন্ন থাকেন। সাবিত্রীর প্রসঙ্গে

আমি শুনিয়াছি, বনেও থাকিলে ধর্ম্মশীলা স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না।

ধর্ম্মপত্নীর কথাতে বণিক সন্তুষ্ট হইয়া, সুশীলাকে পর দিন প্রাতঃকালে মাসীর গৃহে পাঠাইলেন। সুধানাথ দত্ত অনেক কুটুম্ব এবং কুটুম্বিনীকে গোবিন্দপুরে আহ্বান করিয়া বহুসমারোহে পৌত্রের অন্নপ্রাশন সমাপন করিলেন। দত্তজ মহাশয় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, প্রতিবৎসর কৃষিকর্ম্ম দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার বাটীতে অনেকগুলি দাস দাসী ছিল। অন্নপ্রাসনের পর সুশীলা তিন চারি দিন মাসীর বাটীতে থাকিয়া দেখিল যে, তাঁহার মাসীর গৃহ-কর্ম্মের কিছুই সুশৃঙ্খলা নাই, সকলই এলোমেলো। এক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নানের সময় গামোছা লইতে আসিয়া এ ঘর ও ঘর তত্ত্ব করিতে করিতে দুই দণ্ড বিলম্ব হইল। পরে গামোছা পাইয়া পরিবারদিগের উপর বিরক্তি প্রকাশ করত স্নান করিতে গেলেন। আর এক দিন এক জন ভৃত্য বাঁশ কাটার জন্য অন্তঃপুরে একখানি কাটারী লইতে আসিল, কিন্তু কাটারীখানি কোথায় আছে কেহই নিশ্চিত বলিতে পারিল না। সুতরাং এ ঘর ও ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে ছয় দণ্ড বিলম্ব হইল, সে দিন আর বাঁশ কাটা হইল না। ভৃত্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে গেল। পরে অপরাহ্ণে দত্তজ মহাশয়ের দাসী এবং পুত্র-বধূদ্বয় কাটারীখানি খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরাইয়ের নীচে পাইল।

সুশীলা বাল্যকালাবধি গুরূপদেশ দ্বারা গৃহ-কর্ম্মের পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা শিখিয়াছে, মাতৃস্বসার এই গুরু

তর কর্ম্মের কুনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কোনপ্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। অতএব সন্ধ্যার সময় তাহার মাসী যখন একাকিনী বসিয়া তাম্বুল খাইতেছিলেন, সুশীলা তাঁহার নিকটে যাইয়া রাত্রিকালের প্রয়োজনীয় পান সাজিতে সাজিতে কহিল, মাসি, রাগ না কর ত একটী কথা বলি, সে দিন বড় দাদা মহাশয় স্নানের সময় গামোছা খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রায় দুই দণ্ডের পর পাইলেন, আজি ত কাটারীখানির নিমিত্ত চাকরের বাঁশ কাটা হইল না। যদি এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তের কাজ দুই দণ্ডে এবং এক দণ্ডের কাজ এক দিনে নিষ্পন্ন হয়, তবে কিরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে? আমার মাতা সময়কে এমনি অমূল্য রত্ন জ্ঞান করেন, যে, কোন কর্ম্ম করিবার সময় কুনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত মুহূর্ত্তৈককাল বিলম্ব হইলে অত্যন্ত দুঃখিতা হন।

এই কথা শুনিয়া সুশীলার মাসী সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা সুশীলে, বিবাহের পর তোমার বাপ তোমার মাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তুমিও নিজে বিদ্যাবতী মেয়ে, অতএব তোমাদের ঘরে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা কি; তোমার বাপের ন্যায় যদি তোমার মেসো আমাকে লেখাপড়া শিখাইতেন, আর বাল্যকালে আমার বধূরা যদি বিদ্যা অভ্যাস করিত, তবে আমার সংসারে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিত না।

সুশীলা বলিল, মাসি, স্ত্রীলোকের পক্ষে লেখাপড়া জানা বড়ই আবশ্যক সন্দেহ কি, কিন্তু গৃহপারিপাট্য বিষয়ে লেখা-পড়া নিতান্ত আবশ্যক করে না। বোধ হয় সাবধান এবং

পরিশ্রমী হইয়া বাটীর সকল জিনিস পত্রের থাইত পাইত করিলে, অনায়াসে এই গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে। আপনি বলেন ত কল্য আমি আপনার পুত্রবধূ এবং দাসীগণের সাহায্য লইয়া ভিতর বাটীর সকল সামগ্রী সুশৃঙ্খল করি। সুশীলার মাসী বলিলেন, বৎসে, অমৃতে অরুচি হয় না, তুমি যদি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার পুত্রবধূ দুটীকে সংসার-ধর্ম্মের পারিপাট্য শিখাও, তবে ইহার পর আর সুখ কি?

সুশীলা বাটী হইতে আসিবার সময় শিশুপালন পুস্তকখানি আপনার সঙ্গে আনিয়া মনে করিয়াছিল, যদি মাসীর পুত্র-বধূরা পড়িতে পারে, তবে এই পুস্তকখানি তাহাদিগকে দিব, নতুবা স্বয়ং ইহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম তাহাদিগকে শুনাইব। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ কামিনীদ্বয়ের মধ্যে কেহই লেখা পড়া না জানাতে, পূর্ব্ব কয়েক দিন সে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঐ পুস্তকখানি তাহাদের নিকট স্বয়ং পাঠ করিত এবং যে যে বিষয় তাহারা না বুঝিতে পারিত, তাহাও বুঝাইয়া দিত। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে লেখাপড়া জানা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে আপন আপন স্বামীর কাছে যে বিদ্যা শিক্ষা করিবেক এমন ইচ্ছাও তাহাদিগের হইয়াছিল। অতএব প্রথমে কি কি পুস্তক পড়িলে শিশুপালন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করা যায়, এ কথা তাহারা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তখন সুশীলা বর্ণবোধিনীর প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের কথা কহিয়া যাহাতে

তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মে এমন উৎসাহ প্রদান করিত।

মাসীর নিকট হইতে গমন করিয়া সুশীলা ঐ বৌ দুটীর কাছে গেল, কিন্তু সে দিন আর কোন পুস্তক পড়িল না। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গৃহ কর্ম্ম-বিষয়ে সুশৃঙ্খলা পারিপাট্য এবং সুনিয়ম জানা যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে তাহাদিগের সহিত অনেক কথোপকথন করিল। শিষ্টাচার এবং সদ্ব্যবহার হেতু পূর্ব্বাবধি সুশীলার প্রতি তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধানুরাগ জন্মিয়াছিল, অতএব তাহার কথাকে তাহারা কোন প্রকার অমনোযোগ প্রকাশ করিল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সুশীলা আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপন করণানন্তর দুটি বৌ এবং দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রথমে তাহার মাসী ঠাকুরাণীর ঘরটী সাজাইতে গেল। সেটী কর্ত্রীর ঘর, বাটীর দাস দাসী সকলেই আপনাদের ব্যবহারের সামগ্রী সকল তাহাতে রাখিত, এবং পেটরা বাক্স সিন্দুক খাট তক্ত-পোষ প্রভৃতি অনেক সরঞ্জাম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, সকলই বিশৃঙ্খল, কিরূপে ঐ সামগ্রী পত্র সকল সুশৃঙ্খল করিবে সুশীলা অগ্রে তাহা বিবেচনা করিল, পরে বাটীর বাহির হইতে চাকরদিগকে ডাকাইয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় জিনিস-গুলি যথাস্থানে স্থাপিত করাইল। স্ত্রীলোকদিগের অসাধ্য কর্ম্ম সকল দাসদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইলে, সুশীলা ক্রমে ক্রমে সেই ঘরটী সাজাইতে আরম্ভ করিল। যেসো মাসীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পত্র ব্যতিরেকে অন্য জিনিস সে ঘরে আর কিছুই রাখিতে দিল না। এক ঘরের জিনিস পত্র অন

চারি ঘরে গেলে, অবশ্যই সে ঘরটী দেখিতে ঝরঝরিয়া হয়, তাহাতে আবার পরিশ্রম করিয়া ঘরের পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলে কেন না সুন্দর হইবে; সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মাসীর ঘর অতিশয় পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল।

অনেক সামগ্রী এক দিনে সাজান হইল না। সুশীলা তিন চারি দিন এইরূপ পরিশ্রম করিয়া দত্তজ মহাশয়ের গৃহের পারিপাট্য করিল। তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল পুত্রবধূদিগের গৃহে, রন্ধনশালার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল রন্ধনশালায়, আর চাইল ডাইল তেল লুন প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, এবং কুড়্যাল কাস্তে কাটারী খন্তা প্রভৃতি সর্ব্বদা-ব্যবহারের বস্তু সকল ভাণ্ডার-ঘরে স্থাপিত করিল; এতদ্ব্যতীত দাস দাসীগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল ঐ ঘরে রাখিতে দিল। বাহুল্যভয়ে সুশীলার কর্ম্ম-নৈপুণ্যের সকল কথা এস্থলে লিখিতে পারিলাম না, কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হই,—সুশীলা এমনি করিয়া সুধানাথ দত্ত বণিক মহাশয়ের গৃহসামগ্রী সুসজ্জিত করিল যে, যে স্থানের যাহা তাহা সে স্থানেই পাওয়া যাইত। পরিবারদিগের মধ্যে যাহার যে সামগ্রী যখন প্রয়োজন হইত, তখনই সে আপন আপন নিয়মিত ঘরেই পাইত।

সকল কর্ম্মেরই নিয়ম আছে, নিয়ম না থাকিলে কোন বিষয়ই বহুকালস্থায়ী হয় না। গৃহ-সুশৃঙ্খলা কর্ম্ম শেষ হইলে, সুশীলা নিয়ম করিয়া দিল, যে, মাসীর ঘরে জিনিস পত্র পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভার মাসী নিজে লইবেন। তাঁহার

পুত্র এবং পুত্রবধূদিগের গৃহসামগ্রীর তত্ত্বাবধারণ পুত্রবধূরা নিজে করিবে। এতদ্ব্যতীত ভাণ্ডারঘরটী তাঁহার জ্যেষ্ঠবধূর অধীনে রহিল, এবং রান্নাঘরের ভার তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূকে দিল। এই সকল নিয়ম স্থির করিয়া সুশীলা দত্তজ মহাশয়ের পুত্রবধূদিগকে বিশেষ করিয়া কহিল, ভগিনীগণ, রান্নাঘর ও ভাণ্ডার ঘরটী সর্ব্বদা ব্যবহারে আইসে, অতএব যেরূপে তথাকার জিনিস পত্র সকল নিরন্তর সুশৃঙ্খল থাকে এমন বিহিত যত্ন করিবে, অযত্ন করিলে আমরা যে এতটা পরিশ্রম করিলাম তাহা সকলই নিষ্ফল হইবে, সংসারযাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে না।

অল্পবয়স্কা সুশীলার এরূপ বুদ্ধিনৈপুণ্য এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া, সুধানাথদত্ত তাঁহার পত্নী এবং তৎপুত্রদ্বয় সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলেই বিবেচনা করিলেন, বিদ্যাবতী না হইলে স্ত্রীলোকে কখনই উত্তম গৃহিণী হইতে পারে না। অতএব বাল্যকালে কামিনীদিগকে উত্তমরূপ বিদ্যাধ্যয়ন করান জনক জননীর নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বে ঐ সুধানাথ দত্ত বণিক মহাশয় স্ত্রীবিদ্যার বিষম বিদ্বেষী হইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশালিনী হইলে অহঙ্কৃতা হয়, গৃহকর্ম্মে তাচ্ছিল্য-প্রকাশ করে। কিন্তু নম্রমুখী সুশীলার সুশীল ব্যবহার এবং কর্ম্মনৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইল। তিনি আর কাল-বিলম্ব করিলেন না, সুশীলা থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পুত্র দুটীকে কহিয়া পুত্রবধূদ্বয়কে বিদ্যাভ্যাস করাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং যে সকল গ্রন্থ সুশীলা তাহাদিগকে পড়িতে কহিয়াছিল,

তাহা আনিয়া দিলেন। সুশীলার দৃষ্টান্তানুসারে দত্ত মহাশয়ের ঐ পুত্রবধূ দুটী মনোযোগপূর্ব্বক দুই বৎসর কাল বিদ্যানুশীলন করিয়া ভবিষ্যতে সকল কর্ম্মেই উত্তমরূপ যশস্বিনী হইয়াছিল।

ছয় দিন করারে সুশীলার পিতা সুশীলাকে মাসীর বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু দুই সপ্তাহ হইল তথাপি সে প্রত্যাগতা হইল না। অতএব তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া সুশীলাকে আনিবার নিমিত্ত গোবিন্দপুর গ্রামে একজন স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিলেন। সুধানাথ দত্তের বাটীতে ঐ স্ত্রীলোক উপনীত হইলে, দত্ত বাবু তাহাকে উত্তমরূপ আহার করাইয়া মনোহরদাস বণিক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিলেন। সুশীলা দ্বারা তাঁহার পরিবারের যে সকল উপকার হইয়াছিল, সেই পত্রে প্রথমতঃ তাহার সকল কথা লিখিয়া, অবশেষে তিনি লিখিলেন, ভ্রাতঃ, উৎকণ্ঠিত হইও না, আর দুই দিন পরে আমি তোমার কন্যাকে তোমার নিজ ধামে পাঠাইয়া দিব; তোমার কন্যা লক্ষ্মীরূপা, যে ব্যক্তিকে তুমি এই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছ, ইহার গুণে অবশ্যই সে ব্যক্তি লক্ষ্মীমন্ত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

স্বামি-গৃহে কন্যা-প্রেরণ সময়ে জনক জননী যেরূপ সজ্জা করিয়া পাঠাইয়া দেন, দুই দিন পরে সুশীলার মাসী সুশীলার প্রতি সন্তুষ্টা হওত সেইরূপ সজ্জা করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। আসিবার সময়ে তিনি তাহাকে এত উপঢৌকন দিলেন, যে দুই জন ভৃত্য তাহা বহন করিতে সক্ষম হইল না। বেহারারা পালকিখানি

প্রস্তুত করিলে, সুশীলা প্রথমে তাহার মেসো মহাশয়কে গললগ্নবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। দত্ত বাবু অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎসে, সাবিত্রী-সদৃশী হইয়া তুমি পরম-সুখে পতির সহিত কালযাপন কর। বংশ-রক্ষার নিমিত্ত লোকে পুত্র কামনা করে, কিন্তু আমি পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আমার বংশে তোমার ন্যায় একটী কন্যা-সন্ততি জন্মে, তাহা হইলেই আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।

তৎপরে সুশীলা তাহার মাসী তৎপুত্রদ্বয় এবং পুত্রবধূ দুটীকে ক্রমে ক্রমে নমস্কার করিল; তাহারা সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, তোমার স্থিরা লক্ষ্মী হউক; কেহ কহিলেন, তুমি পুত্রবতী হও; কেহ বা বলিলেন, তোমার ধন-পুত্র-লক্ষ্মী লাভ হউক। অবশেষে সুশীলা তাহার মাসীর পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল, আর মিষ্টবচন দ্বারা শিশুকে তাহার মাতার ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করত দাস দাসী সকলকে সম্ভাষণ করিল। এইরূপে সুশীলা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া শিবিকাতে উপবেশন করিলে পর, বাহকগণ তাহা বহন করিয়া বিজয় নগরের অভিমুখে লইয়া গেল। সুধানাথ দত্তের পরিবারগণ তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া বিচ্ছেদ হেতু ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বিজয় নগরে আসিয়া সুশীলা দশ দিন কাল আপন পিতা মাতার সহিত সুখে কালযাপন করিল। পরে স্বামি গৃহে যাইবার কাল উপস্থিত দেখিয়া এক এক দিন এক এক

প্রতিবাসিনীর বাটীতে গমনপূর্ব্বক মধুর-বচনে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিল। সুশীলার সহবাসে প্রতিবাসিনী কামিনীগণের সুখ বই অসুখ হইত না, এজন্য, কত দিনে আবার তোমার মুখচন্দ্র হইতে অমৃতময় মধুর বচন শুনিব, এই কথা বলিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিল। ইতিমধ্যে এক দিন চন্দ্রকুমার তাঁহাকে নিজভবনে আনিবার জন্য বেহারা ও স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে মনোহর দাস বণিক মহাশয় আপনার সামর্থ্যানুসারে গৃহকর্ম্মের ব্যবহারোপযুক্ত নানা সামগ্রী প্রদান করিয়া, প্রাণতুল্যা কন্যাটীকে স্বামি-সদনে পাঠাইলেন। যাইবার সময় সুশীলা পিতা মাতাকে প্রণাম করিলে, পিতা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা সুশীলে, তুমি বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা, তোমাকে আমি কি উপদেশ দিব, ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের ভয় করিয়া সকল কর্ম্ম করিও, তাহা হইলে তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না। মাতা কহিলেন, বৎসে, আমাদিগকে তুমি যেরূপ মর্য্যাদা করিয়া থাক, আপন শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা ও স্নেহ প্রকাশ করিও, তাঁহাদের অনভিমতে তুমি কোন কর্ম্ম করিও না। এখন ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তুমি সদ্ব্যবহার দ্বারা চন্দ্রকুমারের প্রাণতুল্যা প্রেয়সী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর। মাতা পিতার নিকটে বিদায় হইয়া সুশীলা স্বামিগৃহে চলিল। মতিভাগ তাহাকে রাখিতে গিয়া, দুই দিন তাহার বাটীতে অবস্থিতি করিল, পরে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চন্দ্রকুমার এবং সুশীলার মাঙ্গলিক বার্ত্তা পিতা মাতাকে কহিল।

সুশীলা স্বামীর গৃহে উপনীতা হইয়া দেখিল, যে, তাঁহার গৃহধর্ম্মের সকল সামগ্রীই আছে, কিন্তু সকলগুলিই বিশৃঙ্খল, কোথায় কি আছে উত্তমরূপ অন্বেষণ না করিলে হঠাৎ তাহা শীঘ্র পাওয়া যায় না। অতএব সে ক্রমে ক্রমে জিনিস্ পত্রগুলি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া বাটীর সুশৃঙ্খলা করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমারের পিতার সুসময়-কালে যে সকল লেপ তোষক বালিশ ও তাকিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, দুঃসময়-কালে তাঁহারা তাহাতে ওয়াড় দিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলগুলিই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ঐ সকল সামগ্রীর মধ্যে একটীমাত্রও ব্যবহারের যোগ্য ছিল না। সমুদয় পরিবার কেবল সামান্য মাদুরে শয়ন করিয়া দুঃখে কালযাপন করিতেন।

অযত্ন দ্বারা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া সুশীলা বড়ই দুঃখিতা হইল। দিন কয়েক মধ্যাহ্নকালে সে আর কোন কর্ম্মই করিল না, কেবল ছেঁড়া নেকড়া এবং লেপ তোষক গুলা বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। নষ্ট দ্রব্য উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে, সে সাজিমাটী এবং সাবান আনাইয়া তদ্দ্বারা ছেঁড়া নেকড়াগুলি উত্তমরূপ ধৌত করিল। পরে লেপের তুলা বাহির করিয়া শাদা কানি সকল তাহার উপর নীচে স্থাপন করিয়া সেলাই করিতে লাগিল। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যে সুশীলা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি চারি খানি কাঁথা প্রস্তুত করিল। এবং পুরাতন তুলা সকল ঝাড়িয়া তদ্দ্বারা তিন চারিটী বালিশ প্রস্তুত করিল। চন্দ্রকুমারের পিতা মাতা পুত্রবধূর সংসার ধর্ম্মের প্রতি যত্ন দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

সুশীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিত না, তাঁহাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইত সাধ্যমতে তখনই তাহা দিত, এজন্য তাঁহারা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, এবং প্রয়োজনমতে গৃহকর্ম্মের সময়ে সাহায্যও করিতেন। অধিক কি, তাহার সুশীল স্বভাব এবং মিষ্ট কথাতে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগণ এমনি বাধ্য হইয়াছিল, যে, গৃহলেপন এবং সেলাই করিবার সময়ে তাহারা পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার সাহায্য করিত।

এইরূপে সুশীলা শয্যা প্রস্তুত করিয়া কতক আপনার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যবহারার্থ দিল, এবং কতক আপনাদের ঘরে লইল। তাহার স্বামি সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন, পরে নিত্য যেরূপ করেন আপনিই বৃদ্ধ পিতা মাতার নিয়মিত তত্ত্বাবধারণ করিতে গেলেন। সে দিন তাঁহার পিতা মাতা প্রফুল্লান্তঃকরণে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, আর আমাদিগের জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই, যে লক্ষ্মীরূপা বধূমাতাকে তুমি বাটীতে আনিয়াছ, তাহা দ্বারা আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। সন্তান সন্ততি জনক জননীকে যত না স্নেহ করে, তিনি আমাদিগকে ততোধিক স্নেহ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। পিতা মাতার মুখে প্রাণপ্রিয়ার এইরূপ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমার অতীব আহ্লাদিত হইলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বগুণযুক্তা এরূপ ধার্ম্মিকা স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন।

রাত্রিকালে চন্দ্রকুমার নিয়মিত ভোজন পানাদি শেষ করিয়া আপনার শয়নগৃহে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন যে, ঘরের তাবৎ সামগ্রীগুলি যথাস্থানে পরিপাটীরূপে স্থাপিত, তথায় একটী বসিবার বিছানা, একটী শয়ন করিবার শয্যা। শয্যার মধ্যে একখানি অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ কাঁথা এবং তদুপরি চারি দিকে চারিটী বালিশ রহিয়াছে। আর বসিয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত যে আসনখানি প্রস্তুত হইয়াছিল তন্মধ্যে একখানি কাঁথা আর তদুপরি সুপরিষ্কৃত সামান্য একটী তাকিয়া পাড়া রহিয়াছে। চন্দ্রকুমার এ সকল শয্যার বিষয় কিছুই জানিতেন না, সে দিন রাত্রিকালে নিজ শয়ন গৃহের নূতন ভাব এবং নূতন সুশৃঙ্খলা দেখিয়া একবারে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন, আহ্লাদে ক্ষণকাল তিনি কোন কথা কহিলেন না, কেবল একদৃষ্টে গৃহ সজ্জার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে, আমি অনেক দিন এমন শয্যায় শয়ন করি নাই, এবং এমন আসনে উপবেশনও করি নাই, আমার পক্ষে তোমার এই সকল শয্যা রাজাদিগের শয্যা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে, কোথায় তুমি এমন উত্তম বস্ত্র সকল পাইলে? কেমন করিয়াই বা এত অল্প দিনের মধ্যে এ সমস্ত প্রস্তুত হইল! না জানি ইহা প্রস্তুত করিতে তুমি কত পরিশ্রম করিয়াছ; তুমি বিদ্যাবতী, মনে করিয়াছিলাম কেবল বিদ্যানুশীলন করিয়া তুমি কালযাপন করিবে! এমন সামান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমার গৃহ যে উজ্জ্বল এবং পরিপাটী করিবে, এ বিবেচনা আমার এক দিনের জন্যেও হয় নাই।

সুশীলা আদ্যোপান্ত তাবৎ বিবরণ বর্ণন করিয়া কহিল, প্রাণনাথ, পরিশ্রম করিয়া গৃহ-সামগ্রীর তত্ত্বাবধারণ করা, এবং তাহা যথাস্থানে পরিপাটীরূপে স্থাপিত করা, স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ম্ম। বাল্যকালে পিতা আমাকে সর্ব্বদা কহিতেন, সুশীলে উত্তম গৃহিণী হইবে বলিয়া আমি তোমাকে লেখা, পড়া শিখাইতেছি. দেখ বাছা, এমন গুরুতর বিষয়ে কখন তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। আর মাতাও আমাকে এ বিষয়ে নিয়ত উপদেশ দিয়াছিলেন। এখন সেই উপদেশ অনুসারে গৃহকর্ম্মের প্রতি আমার এমনি অনুরাগ জন্মিয়াছে, যে, সাংসারিক ব্যাপারের বিশৃঙ্খলতা দেখিলে আমার অত্যন্ত অসুখ হয়। আমার শিক্ষয়িত্রীও এক দিন আমাকে কহিয়াছিলেন, জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যানুশীলন করা উচিত, কিন্তু ইহাতে গৃহকর্ম্মের প্রতি বিরাগ জন্মিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। যে স্ত্রী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উত্তম গৃহিণী না হয়, আর গৃহকর্ম্মের শৃঙ্খলা করিতে না পারে, আমার বোধে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষাই বৃথা। নাথ, আমি পতিসেবা এবং পতির সন্তোষ উৎপাদন করাকে এ জগতে সার কর্ম্ম বলিয়া জানি; পতি এবং গুরুজনদিগের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত যে কায়িক পরিশ্রম, সে পরিশ্রমকে আমার পরিশ্রম বোধ হয় না। সন্ধ্যার পর তোমায় আমায় দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া যে নূতন নূতন পুস্তক পাঠ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র বিষয়ে কথোপকথন করি ইহাতে আমার বিদ্যালোচনার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি মনে করিতেছ, আমি নিজে সমস্ত কর্ম্ম করি, কিন্তু তাহা নয়, তোমার বৃদ্ধা মাতা আমার বিস্তর

সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন বসিয়া রন্ধনাদি করেন, আমি বাহিরে থাকিয়া পাকের দ্রব্য তাঁহাকে উদ্যোগ করিয়া দি, এবং অবকাশমতে গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকি। যাহা হউক, এ অধীনীর হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিয়া তুমি যে তুষ্ট হইয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু এ বিষয়ে আমার যে একটী বক্তব্য আছে তাহা শুন।

পিতৃভবন হইতে আসিবার সময়ে মাতা আমাকে গোপনে ষোলটী টাকা দিয়া কহিয়াছিলেন, বৎসে সুশীলে, তোমার গৃহসজ্জার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই ষোলটী টাকা দিতেছি, ইহাতে যাহা নিতান্ত আবশ্যক না কিনিলে নয়, এমন সামগ্রী সকল কিনিয়া আপনার গৃহসজ্জা করিও। কাঁথা এবং বালিশগুলি যে প্রস্তুত করিয়াছি, ইহাতে এক একটী ওয়াড় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, না দিলে শীঘ্র উহা মলিন হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবে। অতএব একটী কর্ম্ম কর, আমার ষোল টাকার মধ্যে ২৷৹ দুই টাকা দিয়া সামান্য একটী থান কিনিয়া আন, আমি তাহা অবকাশমতে সেলাই করিয়া ওয়াড় প্রস্তুত করি। আর দধি দুগ্ধ ঘৃত অতিশয় পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য, তুমি দিবারাত্রি পরিশ্রম কর, তোমার এবং তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার নিমিত্ত উহা বড়ই আবশ্যক। কিন্তু মাসিক আয়ের টাকা দিয়া দুগ্ধ কিনিতে হইলে অনেক ব্যয় হইবে, কুলান করিতে পারিবে না। অতএব দুই সের দুগ্ধ দেয় এমন একটী সবৎসা গাভী আট টাকায় ক্রয় করিয়া আন। আর আর অবশিষ্ট যে টাকা থাকে তাহাতে উহার থাকিবার নিমিত্ত একখানি

চালা নির্ম্মাণ করাও। এইরূপ কথোপকথন করণানন্তর তাঁহারা উভয়ে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া পরম-সুখে নূতন শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন।

সুশীলার গুণে চন্দ্রকুমার দত্ত এমনি বশীভূত হইয়াছিলেন, যে, সে যাহা বলিত, তিনি তাহাই করিতেন, কোন মতে তাহার কথা অন্যথা করিতেন না। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করণানন্তর ধর্ম্মপত্নীর অভিলষিত কাপড় এবং বাঁশ খুঁটী খড় দড়ী কিনিয়া আনিয়া দিলেন। দুই তিন দিবসের মধ্যে ঘরামিরা চালাখানি প্রস্তুত করিয়া দিল। পরে তিনি অনেক অন্বেষণ করিয়া সুলক্ষণযুক্তা একটী সবৎসা গাভী ক্রয় করিয়া আনিলেন। গাভীটীর যে দুগ্ধ হইত, সুশীলা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া গরুর খোরাক করিত, এবং অপর অংশ আপনাদিগের ব্যবহারার্থ রাখিত।

বৃদ্ধ লোকদিগের গরুর প্রতি বড়ই যত্ন হয়; চন্দ্রকুমারের পিতা দিনের মধ্যে দুই তিন বার গরুটীর গাত্র পরিষ্কার ও গোয়াল ঘর মুক্ত করিয়া দিতেন, এবং দড়ী ধরিয়া বাটীর এ পাশে ও পাশে পুষ্করিণীর ধারে ঘাস খাওয়াইতেন। চন্দ্রকুমার কেবল সকালে বিকালে দুইটী যাব দিয়া যাইতেন। সুশীলার বৃদ্ধা শাশুড়ীও ফেন কুঁড়া এবং অব্যবহার্য্য ব্যঞ্জনের সামগ্রী খোলা বাকলা ও ঘাস ছিঁড়িয়া গরুটীকে খাইতে দিতেন। কথায় বলে, "গাই মায়ের মুখে দুধ"; উত্তমরূপ আহার এবং সেবা চলিলে গরুর অধিক দুগ্ধ অবশ্যই হয়। চন্দ্রকুমারের পরিবারের মধ্যেই সকলেই গাভীটীর প্রতি

যত্ন করাতে দুই বেলায় তাহার চারি পাঁচ সের দুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে গরুর খোরাক এবং পরিবার দিগের নিয়মিত দুগ্ধ ব্যতিরেকে, সুশীলা দুগ্ধ বেচিয়া প্রতিমাসে তিন চারি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিল। এতদ্ব্যতীত ঐ গাভী দ্বারা যে গোময় পাওয়া যাইত, সুশীলা তাহাতে ঘুঁটা দিয়া কাষ্ঠের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল।

পরিবারের মধ্যে গৃহিণী এবং কর্ত্তা নিজে পরিশ্রমী হইলে, আর আর সকলোকেই পরিশ্রমী হয়। চন্দ্রকুমারের পিতা পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই করিতেন না, দিবারাত্রি বসিয়া থাকিতেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বের সুদশা সকল মনে পড়িয়া তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিত, ভুক্ত দ্রব্যও ভালরূপে পরিপাক হইত না, সুতরাং সর্ব্বদাই ব্যামোহের কথা কহিতেন। এক্ষণে সুশীলার কৌশলে তিনি গাভী অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ সায়ং উভয় কালে কিছু কিছু পরিশ্রম করাতে, তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা এবং অজীর্ণ-দোষ দূর হইল। । নিত্য উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী খাইয়া তাঁহার শরীরেও বলাধান হইল, ইহাতে তিনি কায়িক পরিশ্রমে অতিশয় যত্নবান্ হইলেন।

সুশীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, আর মনে করিল সকলের যত্ন ব্যতিরেকে সংসারধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ভবিষ্যতে পরমেশ্বর আমাদিগের যে দুঃখ দূর করিবেন এমত উপায় হইতেছে। বাটীর সকলে যে যাহার নিয়মিত কর্ম্ম করাতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দুঃখের অবসান হইতে লাগিল, সংসারের যাহা অপ্রতুল ছিল, তাহাও প্রচুর হইল।

একদিন সুশীলা আপনার বৃদ্ধ শ্বশুরকে বিনয়-বচনে সম্বোধন করিয়া কহিল, পিতঃ, গরু বাছুর সর্ব্বদাই দড়ী ছিঁড়িয়া থাকে, আর প্রতিবৎসর ঘর দ্বার মেরামত করিতে হয়, ইহাতে দড়ী কিনিয়া কুলান করিতে পারিবেন না, আপনি যদি আপনার পুত্রকে কহিয়া কিছু পাট কিনিয়া আনান, এবং অবকাশমতে তাহা চ্যারাতে কাটিয়া কিছু দড়ী প্রস্তুত করেন, তবে ভবিষ্যতে বড়ই উপকার হইবে। বৃদ্ধ কায়িক পরিশ্রম করিতে তখন কাতর ছিলেন না, বিশেষ পুত্রবধূর সংসারের উপর বড়ই যত্ন দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত ছিলেন। অতএব কালবিলম্ব করিলেন না, সে দিন সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার বাটীতে আসিলে, তিনি তাহা দ্বারা প্রতিবাসী কৃষকদিগের নিকট হইতে পাট আনাইয়া পাট কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চ্যারাকাটায় এমনি অনুরাগ জন্মিল, যে সংবৎসরের প্রয়োজনীয় দড়ী ব্যতিরেকেও তিনি অতিরিক্ত দড়ী বেচিয়া আট দশ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রয়োজনীয় সামান্য খরচ সকল প্রিয় পুত্র চন্দ্রকুমারের নিকট চাহিতে হইত না, আপনিই তাহা ব্যয় করিতে সক্ষম হইতেন।

মাসের শেষে চন্দ্রকুমার আপনার বেতন বারটী টাকা সুশীলাকে আনিয়া দিতেন। সুশীলা তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, চারি ভাগ আপনাদের সংসার ভরণপোষণ জন্য রাখিত, এক ভাগ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিত এবং আর এক ভাগ প্রতিমাসে সঞ্চয় করিত। নিত্য আহারের দ্রব্য সকল

নিত্য কিনিতে হইলে, সুলভ হয় না, অধিক ব্যয় হয়, এজন্য সুশীলা প্রতি মাসের উপযুক্ত চাইল ডাইল লুণ তেল মসলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল একবারে ক্রয় করিত। ব্যঞ্জনের সামগ্রী তাহাদিগকে বড় একটা ক্রয় করিতে হইত না, কেবল মধ্যে মধ্যে মৎস্য ক্রয় করিলেই হইত। তাহাদের ঘরের পশ্চাদ্ভাগে কাঠা দুই ভূমি ছিল, সুশীলা তন্মধ্যে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন করিত। চন্দ্রকুমার পার্ব্বণ উপলক্ষে কর্ম্ম-স্থানে যে দিন অবকাশ পাইতেন, সেই দিন তাহার ভূমিকর্ষণ এবং বেড়া-বন্ধনাদি করিতেন। সুশীলা সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তথাকার ঘাস উপড়িয়া ফেলিত এবং প্রয়োজনমতে কোন কোন স্থানে জল-সেচনও করিত। বিদ্যাবতী সুশীলা ভার্য্যা সংসারের পক্ষে কি মঙ্গলদায়ক! পরিবারের নিয়মিত ব্যয় কিরূপে সমাধা হইবে, এজন্য চন্দ্রকুমারের কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া সকল নির্ব্বাহ করিত, এবং হিসাব [illegible] সকলই রাখিত। স্বামী কেবল প্রয়োজন হইলে দ্রব্য সকল কিনিয়া দিতেন।

পঞ্জাবদেশীয় কোহিনুর হীরা কত জ্যোতিঃ ধারণ করে। বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর জ্যোতিঃ শত শত কোহিনুর অপেক্ষাও অধিক। অমূল্য হীরা শরীরে ধারণ বা সম্ভোগ করাতে কেবল ঐহিক সুখ হয়, কিন্তু বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সহবাসে ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখই হইতে পারে; বল ত তাহাদিগের সাহায্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গই লাভ হয়। যে ব্যক্তির বিদ্যাবতী এবং ধর্ম্মশীলা স্ত্রী বাটীতে আছে,

তাহাকে সামাজিক সুখের নিমিত্ত অন্য কোন স্থানে যাইতে হয় না। কথোপকথন, আমোদ, প্রমোদ বিদ্যানুশীলন, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি সকলই সে নিজ-ভবনে আপন স্ত্রীর সহিত সমাধা করিতে পারে। কি সুখ, কি দুঃখ কি যৌবন কি বৃদ্ধাবস্থা সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে সে নিজ ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারে।

পূর্ব্বে চন্দ্রকুমার সামাজিক সুখের নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে কোন কোন বন্ধুর বাটীতে যাইয়া কথোপকথন এবং বিদ্যা-লোচনাদি করিতেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা সুশীলা তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর অন্য কোন স্থানে যাইতে হইত না, সকল প্রকার সামাজিক সুখ তিনি তাহারই সহবাসে সম্ভোগ করি-তেন। চন্দ্রকুমার বিজয় নগরে পুস্তকালয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা দিয়া সংবাদপত্র এবং উত্তমোত্তম পুস্তক সকল আনি-তেন, সুশীলা তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে আবশ্যকতা শ্রবণ করাইত। যে দিন শিল্পকর্ম্মের সামগ্রী লইয়া সুশীলা সেলাই করিতে আরম্ভ করিত, সে দিন চন্দ্রকুমার ঐ সকল বিষয় পাঠ করিতেন, সুশীলা তাহা শ্রবণকরণানন্তর তদ্বিষয়ে যুক্তি যুক্ত নানাপ্রকার কথোপকথন করিত।

এক দিন সংবাদপত্রে কলিকাতাস্থ কোন জজসাহেবের সূক্ষ্ম বিচার-বিষয়ে একটী মনোহর প্রস্তাব ছিল, চন্দ্রকুমার তাহা পাঠ করত পুলকিত হইয়া সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা এবং বিচার বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, এই বলিয়া

প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু সুশীলা তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, প্রাণনাথ, জজসাহেবের বিচারের কথা পড়িয়া তুমি এমত আহ্লাদিত হইলে, যদি প্রাচীন পুরাবৃত্তে পুণ্যবান্ সলিমান রাজার সূক্ষ্ম বিচারের কথা পাঠ কর, তবে না জানি তুমি কতই আহ্লাদিত হও। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন সে কিপ্রকার? সুশীলা বলিতে আরম্ভ করিল।

একদা দুই স্ত্রীলোক একটী শিশু সন্তান লইয়া সলিমান রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া করযোড়পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদের এক জন কহিল, মহারাজ, আমি ও আমার সঙ্গিনী এই স্ত্রী উভয়ে এক গৃহে বাস করি। অল্প দিন হইল আমার একটী পুত্র হইয়াছে, তাহার পর দিনেই এই স্ত্রীরও একটী পুত্র জন্মে। কল্য রাত্রিকালে আমরা উভয়েই আপন পুত্র ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। অদ্য প্রত্যূষে আমি গাত্রোত্থান করিয়া, নিত্য যেরূপ করি, পুত্রটীকে দুগ্ধপান করাইবার নিমিত্ত ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু তাহাকে অকস্মাৎ মৃত দেখিয়া একবারে আমি বিস্ময়াপন্ন ও শোকাকুলা হইলাম। তৎপরে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সেটী আমার পুত্র নয়, উহার পুত্র। তখন উহার ক্রোড়ে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার জীবিত পুত্রকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বলিতে পারি না। বিবেচনা করিলাম, কোন কারণ-বশতঃ ইহার সন্তানটী রাত্রিকালে মরিয়াছিল, এই দুষ্টা স্ত্রী আপন মৃত সন্তান আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আমার জীবিত সন্তানকে লইয়া গিয়াছে। আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলাম, কিছুই

জানিতে পারে নাই। মহারাজ, আমার জীবিত সন্তানটী দিবার নিমিত্ত আমি ইহাকে বিস্তর সাধাসাধনা করিতেছি কোন মতেই এ স্ত্রী দিতে চাহিতেছে না। অতএব মহারাজের নিকট আবেদন এই, আপনি আমার এই সন্তানটী আমাকে দেওয়াইয়া দিউন।

অনন্তর অন্য স্ত্রী উত্তর করিল, না মহারাজ, ইনি মিথ্যা কহিতেছেন, এটী আমার পুত্র, উঁহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে, আমি উঁহার পুত্র লই নাই।

এইরূপে উভয় স্ত্রী রাজসমক্ষে একটী পুত্রের উপর অধিকার করিতে চাহিল। রাজা বিষম বিচারে পড়িলেন; সাক্ষী সাবুদ না থাকাতে যে যে বাস্তবিক কাহার পুত্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতএব ভূপাল ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া, ঘাতককে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি খড়্গ দ্বারা এই বালককে দ্বিখণ্ড করিয়া দুই স্ত্রীকে সমানাংশে বিভাগ করিয়া দাও"। রাজার এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মিথ্যাবাদিনী প্রতিবাদিনী স্ত্রী কহিল, মহারাজ, উত্তম বিচার হইয়াছে, ইহাতে বালক আমারও হইবে না, এবং ইঁহারও হইবে না, উভয়েরই আপত্তির নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু বালকের যথার্থ গর্ভধারিণী ঐ সত্যবাদিনী স্ত্রী রাজবিচার শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল, দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারাজ! বালকটী বধ করিবেন না, বরং ইঁহাকেই ঐ জীবিত সন্তানটী প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক, আমি চাহি না। দুর্ভাগা বলিয়া ঈশ্বর আমাকে এ সন্তানটীর লালনপালন করিতে দিলেন না, না দিউন, এ জীবিত থাকিলে, ইহার মুখচন্দ্রমা

দেখিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে। তখন রাজা বালকের যথার্থ জননীকে জানিতে পারিয়া, তাহাকেই বালক সমর্পণ করিলেন, এবং ঐ মিথ্যাবাদিনী দুষ্টা স্ত্রীকে সমুচিত দণ্ড দিয়া দূর করিয়া দিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান সলিমান রাজার এইপ্রকার বিচার-কৌশল দেখিয়া, সকল লোকেই আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার উভয়ে রাত্রিকালে বসিয়া এই রূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন, বাহুল্যভয়ে সে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না। কেবল এই বলিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি, যিনি পতিপ্রাণা প্রিয়তমার সহিত সহবাস করেন, যিনি ধর্ম্মপরায়ণা বিদ্যাবতী ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বিষয়ে নানাপ্রকার কথোপকথন করেন, তিনিই এইরূপ কথোপকথনে যে কত সুখ হয়, তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। এমন ভাগ্যবান পু[illegible]দিগের কথাই বা কেন বলি। এইরূপ গুণবতী ভা[illegible] সুশীলার সহবাসে, চন্দ্রকুমার যে কিপর্য্যন্ত বিপুলানন্দে কালযাপন করিতেন, ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে, তাহা সকলেরই অনুভব হইতে পারি[illegible]। ইতি।